সাম্যবাদ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-এর মুখপত্র • দ্বিতীয় বর্ষ দশম সংখ্যা • এপ্রিল - মে ২০১৬ • পাঁচ টাকা

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের চতুর্থ সম্মেলন অনুষ্ঠিত

বিপ্লবী চেতনায় শিক্ষাব্যয় বৃদ্ধি রুখে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার

৩০ মার্চ, সকাল ১১টায় সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। উদ্বোধন করবেন দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। কিন্তু ঘড়ির কাঁটা ৯টা বাজতে না বাজতেই সারাদেশ থেকে আগত সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের নেতা-কর্মীসহ শিক্ষার্থীরা স্ব স্ব জেলার বিরাটকায় মিছিলগুলো নিয়ে সম্মেলন স্থলে উপস্থিত হতে থাকে। মূহুর্তেই অপরাজেয় বাংলা, বটতলা একখণ্ড উত্তাল সমুদ্রে পরিণত হয়। সেই সমুদ্রের তরঙ্গ থেকে উত্থিত হচ্ছে একটাই ধ্বনি – শিক্ষাব্যয় বৃদ্ধি বন্ধ কর।

সম্মেলনের উদ্বোধক ছিলেন দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। বক্তা ছিলেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল(মার্কসবাদী)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী, কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, আমন্ত্রিত বক্তা ছিলেন অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশনের সভাপতি কমরেড কমল সাঁই, সাধারণ সম্পাদক কমরেড অশোক মিশ্র, সহ-সভাপতি কমরেড ভি এন রাজশেখর। বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে সঙ্গীত পরিবেশন করেন ভারতের প্রখ্যাত গণসঙ্গীত শিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায়। *(চতুর্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

বাঁশখালীতে পুলিশের গুলিতে ৪জন নিহত

মানুষ মুনাফার বলি হবে আর কতকাল

চট্টগ্রামের বাঁশখালীর গণ্ডামারা পশ্চিম বড়ঘোনায় কয়লাভিত্তিক ১ হাজার ৩২০ মেগাওয়াটের বিদ্যুৎকেন্দ্র করবে বাংলাদেশের অন্যতম বড় ব্যবসায়িক সংস্থা এস আলম গ্রুপ। এটি বেসরকারি খাতে অনুমোদন পাওয়া সবচেয়ে বড় বিদ্যুৎ প্রকল্প। ২০ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিতব্য কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পটির ৭০ শতাংশ এস আলম গ্রুপ এবং বাকী ৩০ শতাংশ মালিক চীনের সেপকো থ্রি ইলেকট্রিক পাওয়ার কনস্ট্রাকশন কোম্পানি ও এইচটিজি ডেভেলপমেন্ট গ্রুপ। বিনিয়োগ করা ২০ হাজার কোটি টাকার মধ্যে ১৫ হাজার কোটি টাকার শেয়ার মালিকানা ও ঋণ দেবে চীনের দুটি প্রতিষ্ঠান। জাহাজ থেকে কয়লা নামানোর *(দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সহিংসতা

এদেশের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থারই সংকট

কেমন হল ২০১৬ সালে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন! এ প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইলে সারাদেশের মানুষের মাঝে এক নিরুৎসাহিত ভাব পরিলক্ষিত হবে। ইউপি নির্বাচনে যে সংঘাত হয়েছে তা বর্তমান পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংকটকেই আবারো উন্মোচিত করেছে। বুথ দখল, কেন্দ্র দখল, কারচুপি, প্রশাসনের পক্ষপাতিত্ব, নির্বাচন কমিশনের অসারতা প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয় এদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থার অনুকূলের ব্যক্তিদের মধ্যেও গভীর ভাবনার জন্ম দিয়েছে। তাঁরা নানাভাবে ইসি আর সরকারের বোধোদয়ের জন্য আবেদন-নিবেদন করছেন। পত্রিকার সম্পাদকীয় আর উপসম্পাদকীয় কলামগুলোতে চোখ বোলালেই তা দেখা যাবে। কিন্তু ইসি বা সরকার কারও তাতে কোনো বোধোদয় হচ্ছে না। বরঞ্চ প্রথম দফার নির্বাচনের চেয়ে দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে আরও অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছে। ২০১১ সালের নির্বাচনে ৪ জন মানুষের প্রাণহানি ঘটেছিল। আর ২০১৫ সালে প্রথম ও দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে ৩২টি তাজা প্রাণ ঝরে পড়ল। দুই দফায়ই আওয়ামী সরকারের অধীনে নির্বাচন হল। রাষ্ট্র প্রশাসনের সর্বস্তরে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সরকার কতখানি বেপরোয়া এ বিপুল সংখ্যক প্রাণহানি সেটা দেখিয়ে দিল। পরবর্তী দফার নির্বাচনে এ পরিস্থিতি কতখানি ভয়াবহ রূপ নেয় এখন এটাই দেখার বিষয়।

বাংলাদেশ নামক জনপদটি বিশ্বের সংগ্রামী মানুষের কাছে সুপরিচিত। তার একটি বড় কারণ এই যে এই দেশটি লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণের বিনিময়ে স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য ছিনিয়ে এনেছে বিদেশী শ্বাপদের হাত থেকে। পাকিস্তানী সেনাশাসকদের বিরুদ্ধে নেটিভ্ বাঙালী যে সম্মুখ সমরে সামরিক বাহিনীকে পরাস্ত করতে পারবে তা সেসময়ে অনেকের কাছেই ধারণাতীত ছিল। কিন্তু "বীর বাঙালী অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর" এই স্লোগানের উপর দাঁড়িয়ে এদেশের স্বাধীনতাকামী জনগণ এক হয়েছিল। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা মুক্তিপাগল যোদ্ধার বেশে দাঁড়িয়েছিল। বিদেশী হায়েনা আর এদেশীয় কুলাঙ্গাররা বাঙালীদের মনোবল ভেঙে দিতে মুক্তিযুদ্ধের সময় এদেশের মা-বোনদের গণিমতের মাল হিসাবে চিহ্নিত করেছিল। মুক্তিযুদ্ধে নারীর যোদ্ধাবেশকে ভুলতে বসেছে এদেশের সাধারণ মানুষ। কিন্তু এতকিছুর পরও স্বাধীন গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য এদেশের নারী-পুরুষের মুক্তিযোদ্ধারূপে *(ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

মানুষ মুনাফার বলি হবে আর কতকাল

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) জন্য বিদ্যুৎকেন্দ্রের পাশে তৈরি করা হবে বেসরকারি বন্দরের মতো একটি জেটি। প্রকল্প চলাকালীন এখানে কাজ করবে প্রায় ৫ হাজার শ্রমিক-কর্মচারী। প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার পর বিশেষজ্ঞ, প্রকৌশলী, কর্মকর্তা-কর্মচারী মিলে কর্মসংস্থান হবে ৬০০ জনের। এই প্রকল্পটি এখনও পরিবেশ ছাড়পত্রই পায়নি। পাবে সেই আশায় তারা আগেই কাজ শুরু করেছে। কিন্তু পরিবেশ ছাড়পত্র পাওয়ার আগে তারা যে কাজ শুরু করেছে সেটা বেআইনি।

বাঁশখালি গন্ডামারার অধিবাসীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ১/ জীবিকা হারানোর আশঙ্কায় ২/ ভিটা-মাটি হারানোর আশঙ্কায় ৩/ পরিবেশগত ক্ষতির কথা বিবেচনা করে এই কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিরোধিতা করতে শুরু করেন। গন্ডামারা ইউনিয়নের বেশীরভাগ শ্রমজীবী। কিছু জমিতে ফসল উৎপাদন হয়। তবে বেশিরভাগের আয় বর্ষা মৌসুমে চিংড়ি আহরণ এবং বছরের বাকি সময়ে লবণ চাষ। এখানে কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র করা হলে প্রথমত তারা ভূমিহীন হবেন, দ্বিতীয়ত তারা তাদের কর্মসংস্থান হারাবেন। তাদের পক্ষে বাপ-দাদার ভিটা-মাটি-কবর ছেড়ে উপজেলা শহরে কিংবা আরো দূরে গিয়ে বাড়ি, জমি ক্রয় করা সম্ভব নয়। ব্যক্তি মালিকানাধীন জমির বাইরেও সরকার এলাকার দরিদ্র মানুষের ভোগ-দখলে থাকা খাস জমি বন্দোবস্ত দিয়ে দিচ্ছেন এস আলম গ্রুপকে। এস আলম গ্রুপ কিছুদিন আগে প্রকল্প এলাকায় একটি গভীর নলকূপ স্থাপন করে পানি উঠানো শুরু করেছে। যার প্রভাবে ইতিমধ্যে সারা গন্ডামারা ইউনিয়নে টিউবওয়েলে পানির তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। যদি এস আলম গ্রুপ এখানে কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র করে এবং প্রতিদিন কোটি কোটি লিটার পানি উঠায় তাহলে এলাকাবাসীর বেঁচে থাকাটাই কঠিন হবে। চিংড়ি চাষী ও মৎস্যজীবীরাও শংকিত তাদের জীবিকা নিয়ে। কক্সবাজারের মহেশখালীর মাতারবাড়িতে একই ধরণের কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রভাব সম্পর্কে জাইকার একটি রিপোর্টে কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্পের পক্ষে কথা বলা হলেও, স্বীকার করা হয়েছে, সমুদ্রের যে স্থানে কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রের পানি নির্গত হবে, সে স্থানের পানির তাপমাত্রা স্বাভাবিক তাপমাত্রার চেয়ে ৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস বেশি হবে, এমনকি ১.৩ কিমি দূরে পর্যন্ত ২ ডিগ্রী ও ১.৮ কিমি পর্যন্ত তাপমাত্রা ১ ডিগ্রী বেশি হবে, ফলে উক্ত স্থানের মাছের ক্ষতি হবে।

এস আলম গ্রুপ বাঁশখালীতে ১৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন কয়লা-চালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের সাথে অন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের (জেনেসিস টেক্সটাইল ও এস আলম ভেজিটেবল অয়েল) বিষয়টি জুড়ে দিয়ে ৫০০০ একর জমি সরাসরি ভূমি মালিকদের নিকট থেকে কেনার আবেদন করেছিল সহকারী কমিশনারের (ভূমি) কাছে ! এই জমির ৩৩০৩.১৭ একর ব্যক্তিমালিকানাধীন এবং বাকী ১৭২৮.৯৭ একর খাস জমি। এই জমি সমান ক্ষমতাসম্পন্ন রামপাল কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য বরাদ্দকৃত জমির প্রায় তিন গুণ। এস আলম গ্রুপের সেই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ভূমি অফিসের সার্ভেয়ার এবং কানুনগো সহকারী কমিশনারের (ভূমি) কাছে ৫ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে স্বাক্ষরিত একটি প্রতিবেদন জমা দেয় যাতে তারা বলে, "এমতাবস্থায় দেশের চাহিদা মোতাবেক বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে আবেদনকৃত জমি ক্রয়ের অনুমতি প্রদানের বিষয়টি সদয় বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে আবেদনের বিষয়টি নিস্পত্তির আগেই ৬৬০.৪০ একর জমি জেনেসিস টেক্সটাইল ও এস আলম ভেজিটেবল অয়েলের নামে 'ক্রয়' করে ফেলেছে এস আলম গ্রুপ! এটুকু বাদ দিলেও বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের নামে থাকে ৪,৪০০ একরের মত! প্রতিবেদনটিতে গন্ডামারা, পশ্চিম বড়ঘোনা ও পূর্ব বড়ঘোনা মৌজায় প্রকল্পের স্থানে মাত্র ১৫০টি বসত বাড়ি দেখানো হয়েছে। অথচ স্থানীয় জনগণের ভাষ্যমতে ৭ হাজারের বেশি ঘরবাড়ি, বহু মসজিদ-মাদ্রাসা-বিদ্যালয়-কবরস্থান-বাজার-আশ্রয়কেন্দ্র-স্বাস্থ্যকেন্দ্র-বাজার ইত্যাদি রয়েছে। ৩ হাজার একর জমিকে নাল শ্রেণীর 'খালি জমি' দেখানো হয়েছে যদিও ক্রয় করা জমিগুলো স্পষ্টতই ধানের জমি, লবণ ও চিংড়ি চাষের জমি। ব্যক্তিমালিকানাধীন ৩৩০৩ একর জমি ছাড়াও এস আলম গ্রুপের নজরে উক্ত অঞ্চলের খাস জমিও রয়েছে যার পরিমাণ ১৭২৮.৯৭ একর। এই খাস জমি স্থানীয় ভূমিহীনরা নানান ভাবে ভোগদখল করে আসছে। এই খাসজমি দখলের খায়েসও স্থানীয় জনগণের ক্ষোভের একটি কারণ।

এস আলম গ্রুপ শিপইয়ার্ড, গার্মেন্টস বা অন্যান্য শিল্প করার কথা বলে বছর দেড়েক আগে থেকে জমি কেনা শুরু করে। পরবর্তীতে কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর দুই-আড়াই মাস আগে থেকে এলাকাবাসী আন্দোলন শুরু করে। গঠিত হয় 'বসতভিটা ও গোরস্তান রক্ষা সংগ্রাম কমিটি, যার আহ্বায়ক সাবেক ইউ পি চেয়ারম্যান লিয়াকত আলী। গণমাধ্যমের অবস্থান এক্ষেত্রে বিস্ময়কর। হত্যাকাণ্ডের আগে গত দুই মাস ধরে পঁচিশ-ত্রিশ হাজার গ্রামবাসীর মিছিল-আন্দোলন স্থান পায়নি গণমাধ্যমে। আর ৪ এপ্রিলের ঘটনা সম্পর্কে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শিরোনাম করা হয়েছে তিন পক্ষের সংঘর্ষ হিসেবে। বাস্তবে পক্ষ ২টি – এস আলম গ্রুপ, তার মাস্তান বাহিনী, পুলিশ, স্থানীয় ছাত্রলীগ-আওয়ামী লীগ সবাই মিলে একটি গ্রুপ। আরেকটি গ্রুপ জমির মালিক ও সাধারণ দরিদ্র গ্রামবাসী। এই সম্মিলিত গ্রুপ গুলি করে দরিদ্র গ্রামবাসীকে হত্যা করেছে। যাদের স্বজনদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে, তাদের নামেই মামলা দিয়ে ছয়-সাত হাজার মানুষকে আসামি করা হয়েছে। পুলিশের মামলার বাইরেও নিহতের স্বজনকে দিয়ে লিয়াকত আলীসহ আন্দোলনকারীদের আসামি করে মামলা করা হয়েছে। গুলিতে আহতদের হাসপাতাল থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, চিকিৎসাধীনদের হাতকড়া পরিয়ে রাখার ছবি পত্রিকায় এসেছে। পুলিশ এখন বলছে, তাদের গুলিতে নিহতরা মরেনি। তাহলে পুলিশের উপস্থিতিতে গুলি চালিয়ে মানুষ হত্যা করল কে? এস আলম গ্রুপ, ছাত্রলীগ-আওয়ামী লীগ এবং পুলিশের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে দরিদ্র গ্রামবাসী গোলাগুলি করে নিজেদের হত্যা করেছে এ কথা কি বিশ্বাসযোগ্য?

বাঁশখালীতে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎপ্রকল্পকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট পরিস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, উদ্ভট কথা বলে অযথা কতগুলো মানুষের জীবন পর্যন্ত নিয়ে নেওয়া হলো, এটা দুঃখজনক। যেন বাঁশখালীর মানুষের জীবন প্রতিবাদকারীদের কথাতেই গেছে, মাস্তান আর পুলিশের গুলিতে নয়! কয়লাবাহী কার্গো ডুবে যাওয়ার কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন – একদল বলল, পানি নাকি দূষিত হয়ে গেছে। এটা কতটা বিজ্ঞানসম্মত জানি না। কারণ, ছোটবেলা থেকে দেখেছি, বাসার পানির ফিল্টারে কয়লা দেওয়া পাত্র ছিল। সেখান থেকে কয়েক স্তরে গিয়ে পানি বিশুদ্ধ হতো। গ্রামেও এ ধরনের ফিল্টার আমরা দিয়ে থাকি। কয়লা পানিকে বিশুদ্ধ করে। কাঠ কয়লা আর খনিজ কয়লার মধ্যে পার্থক্য তিনি বোধহয় বুঝতে পারেননি। কয়লা পোড়ালে যে ছাই হয়, যে বিষাক্ত গ্যাস উৎপাদিত হয়, যে তরল বর্জ্য পানিতে মেশে সেগুলো দিয়েও কি পানি বিশুদ্ধ হয়? দিনাজপুরে কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র ছোট আকারের (২২০ মেগাওয়াট) যার মধ্যে মাত্র ৮০ থেকে ১১০ মেগাওয়াট কার্যত উৎপাদন হয়। তাতেই এলাকায় ছাই দূষণ-পানি দূষণ হচ্ছে, আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলছেন ঐ এলাকায় নাকি কোন ক্ষতি হয়নি!

এস আলম গ্রুপ কর্তৃক পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে চীন, ভারত ইত্যাদি দেশে কয়লা বিদ্যুতের বহুল প্রচলনের কথা উল্লেখ করে একে জায়েজ করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীও একই কথা বলেছেন। কিন্তু কয়লা বিদ্যুতের ফল কি? ভারতীয় প্রভাবশালী দৈনিক দ্য হিন্দু ২০১৩ সালের ১১ মার্চ 'এমিশন ফ্রম কোল পাওয়ার প্ল্যান্টস কজিং হাই মরটালিটি, ডিজিজ' নামে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে – ভারতে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের কারণে প্রতি বছর গড়ে ৮০ হাজার থেকে ১ লাখ ১৫ হাজার মানুষের অকাল মৃত্যু এবং গড়ে ২ কোটি মানুষ অ্যাজমা আক্রান্ত হচ্ছে বলে গবেষণায় দেখা গেছে। অকাল মৃত্যুর পাশাপাশি হৃদরোগ , ব্রংকাইটিসসহ নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে শিশুসহ অন্যরা। এর মূল কারণ ভারতের ১১১টি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র; যা থেকে প্রতি বছর গড়ে ১ লাখ ২১ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে ভারতের রাজ্যসহ কেন্দ্রীয় সরকার; যা তাদের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতার ৬৬ শতাংশ।

চীনে বেইজিং শহরের বড় ৪টি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের মধ্যে ৩টি ইতিমধ্যে বন্ধ করা হয়েছে, অবশিষ্টটি আগামী বছর বন্ধ করে দেয়া হবে। *('Beijing to Shut All Major Coal Power Plants to Cut Pollution', Bloomberg, March 24, 2015).* পরিবেশ দূষণ কমিয়ে আনতে চীনের বিখ্যাত শহর সাংহাইয়ে কয়লা পোড়ানো বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। ২৮ অক্টোবর, ২০১৩ সাংহাই পরিবেশ রক্ষা ব্যুরো ভয়াবহ দূষণ ঠেকাতে চার বছরের জন্য কয়লা পোড়ানোর ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ক্লিন এয়ার অ্যাকশন প্যান কর্মসূচির খবরটি চায়না ডেইলি প্রকাশ করেছে। সম্প্রতি কয়লার ভেতর লুকিয়ে থাকা উপাদানই ফুসফুসের ক্যান্সার ও বায়ুদূষণের প্রধান কারণ বলে উলেখ করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। মাত্র ৩০ বছরে চীনে অতিমাত্রায় কয়লা পোড়ানোয় দেশটির উত্তরাঞ্চলে মানুষের গড় আয়ু কমেছে ৫ দশমিক ৫ বছর। প্রসিডিংস অব দ্য ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্স অব ইউএসএ পরিচালিত গবেষণাটি ২০১৩ সালের জুলাইয়ে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের অনলাইনে প্রকাশ হয়েছে।

বলা হচ্ছে, উন্নয়নের জন্য কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র দরকার। প্রথমতঃ কয়লা ছাড়াও বিদ্যুৎ উৎপাদনের অন্য বিকল্প আছে, যা কয়লার মত পরিবেশবিধ্বংসী নয়। দ্বিতীয়তঃ যে উন্নয়নের কথা বলা হচ্ছে তা আসলে একজন ব্যক্তির উন্নয়ন, জমি হারানো গ্রামবাসীর উন্নয়ন নয়। তাদের জন্য বিপর্যয়। হাজার হাজার মানুষকে নিঃস্ব করে দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করলেই উন্নয়ন হয়ে যায় - এই ধারণা যে সঠিক নয়, তা বিবেচনায় নিতে হবে। কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হওয়ার কথা ছিল। বাস্তবে ১০০ মেগাওয়াট মতো বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়। ১৯৬০ সালে পাকিস্তান সরকার এলাকার জনগণের সম্মতি ও পুনর্বাসনের কোন উদ্যোগ না নিয়েই এই কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণ করেছিল। কয়েক হাজার একর আবাদি জমি পানিতে ডুবে যায়। লক্ষাধিক পাহাড়ি পরিবার উদ্বাস্তু হয়। ৪০ হাজার চাকমা পার্বত্য চট্টগ্রাম ছেড়ে ভারতে চলে যেতে বাধ্য হয়। পাহাড়িদের বিদ্রোহের সূচনা এই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পকে কেন্দ্র করেই। স্বাধীন বাংলাদেশকে এর জন্যে কতটা মূল্য দিতে হয়েছে, তা আমাদের সবারই কম-বেশি জানা আছে। হিসেব করে দেখা যায়, যে পরিমাণ বিদ্যুৎ আসে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে তার যা মূল্য আর আবাদি জমি-মানুষের দুর্ভোগের মূল্য বহুগুণ বেশি।

ফুলবাড়ির কয়লা প্রকল্প এশিয়া এনার্জিকে দেওয়ার জন্যে অনেক 'উন্নয়ন'র গল্প শোনানো হয়েছে। 'উন্নয়ন'র গল্প বলে, দালাল-টাউট তৈরি করে বাঁশখালির মতোই গুলি করে মানুষ হত্যা করা হয়েছিল। বিএনপি-জামায়াতের ঘটানো সেই হত্যাকাণ্ডের বিপক্ষে ফুলবাড়ির মানুষের পক্ষে সেদিন বক্তব্য দিয়েছিলেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। যদিও ক্ষমতায় এসে তা ভুলে গেছেন। শুধু তাই নয়, একই পদ্ধতিতে বাঁশাখালিতে গুলি করে মানুষ হত্যার ঘটনা ঘটলো শেখ হাসিনা সরকারের সময়ে। জনগণকে প্রতিপক্ষ বানিয়ে, লুটেরা শ্রেণির পক্ষে অবস্থান নিয়ে আর যাই হোক উন্নয়ন হতে পারে না।

চীন, ভারত বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেক বেশি। ফলে ওইসব দেশের মত মেগা প্রকল্প যাতে অনেক জমি লাগে এবং বহু মানুষের ক্ষতি হয় এমন প্রকল্প বাংলাদেশের জন্য উপযোগী নয়। ঘনবসতিপূর্ণ এই দেশে বিষাক্ত কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন একেবারে বাদ দিতে পারলেই ভালো। তারপরও সাময়িকভাবে করতে হলে ১০০-২০০ মেগাওয়াটের ছোট প্রকল্প করা যেতে পারে যাতে জমি কম লাগবে, পরিবেশের ক্ষতিও কম হবে। এতে হয়তো খরচ কিছুটা বাড়বে, মুনাফা কিছু কম হবে কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে প্রকৃতি ও মানুষ বাঁচবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরি

(৩য় পৃষ্ঠার পর) জনসমক্ষে আলোচনা করা যায় না। এসব 'রাজনৈতিক ব্যাপার-স্যাপারের' বিচারও করা যায় না। সম্ভবত এ কারণেই বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর ইব্রাহিম খালেদ শেয়ার বাজার কেলেঙ্কারির বিচার প্রসঙ্গে একবার মন্তব্য করেছিলেন যে, সামরিক আইন ছাড়া এসব আর্থিক কেলেঙকারির বিচার সম্ভব নয়।অর্থাৎ তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন এসব তথাকথিত গণতান্ত্রিক শাসনে রাজনৈতিক প্রভাবাধীন চুরি-দুর্নীতি-লুটের বিচার সম্ভব নয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে অর্থ চুরির ঘটনার দুই মাসের বেশি সময় পার হয়েছে। এ ঘটনার দায় মাথায় নিয়ে পদত্যাগ করেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, সরানো হয়েছে অর্থ সচিবকেও। বিশ্লেষকদের মতে, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের পদত্যাগ সরকারের মুখরক্ষা হয়ত করেছে। কিন্তু এ ডিজিটাল চুরির বিচার এবং অর্থ উদ্ধারে কোনো বিশেষ অগ্রগতি ঘটেনি। কারা এর সাথে জড়িত সে সম্পর্কেও দেশবাসী বিন্দুমাত্র জানতে পারেনি। ফলে দিন যতই যাচ্ছে, জনমনে সংশয় সন্দেহ ততই বাড়ছে। আর সব চুরি-লুটের ঘটনা যেমন ধামাচাপা পড়ে গেছে, বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে এই বিপুল অর্থ চুরির ঘটনাও কি শেষ পর্যন্ত ধামাচাপা পড়ে যাবে?

তনু হত্যার বিচারের দাবিতে ছাত্র ধর্মঘট পালিত

(৮ম পৃষ্ঠার পর) বিচারহীনতা দায়ী। পাশাপাশি ভোগবাদী পুঁজিবাদী সংস্কৃতি পর্ণোগ্রাফি-বিজ্ঞাপনসহ নানাভাবে নারীদেহকে পণ্য বানাচ্ছে। এর প্রভাবে নারীকে ভোগের বস্তু হিসেবে দেখার যে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি তা আরো বিকৃত রুপ ধারণ করছে। নারীর নিরাপত্তাহীনতা দিনদিন বাড়ছে। তনু হত্যার বিচারের দাবিতে চলমান আন্দোলন নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে ও মানুষ হিসেবে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সামগ্রিক সামাজিক আন্দোলনকে বেগবান করবে।

ধর্মঘটের সমর্থনে রংপুরে স্কুল শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন

তনু হত্যাকাণ্ড

এই নৃশংস-বর্বরতা কি মেনে নেয়া যায়?

আরেকটি ভয়াবহ নারী নিগ্রহের ঘটনা দেশের সকল বিবেকবান মানুষের হৃদয়কে আঘাত করে গেল। দেশের মানুষ এ জঘন্য ঘটনায় বসে থাকেনি। তনু হত্যার প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছে। তনুর মৃত্যুর প্রতিবাদে কুমিল্লায় প্রায় প্রতিদিন মানুষ রাস্তায় নেমেছে, কুমিল্লা শহরে স্মরণকালের সবচেয়ে বড় সমাবেশ হয়েছে। প্রতিবাদ হয়েছে ঢাকাসহ দেশের সবগুলো জেলায়, প্রায় সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। একটা অদ্ভুত ব্যাপার হলো যে, তনুর লাশ পাওয়া গেলো এমন একটা জায়গায় যেখানে সবসময় কড়া নিরাপত্তা বজায় রাখা হয়। অপরিচিত, অননুমোদিত কোন লোকের চলাচল সেখানে নেই। অথচ এতদিন পরেও কোন অপরাধী ধরা পড়লোনা- এ ব্যাপারটা দেশের মানুষের কাছে কিছুতেই বোধগম্য হচ্ছেনা।

কি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে আমরা আছি তা ভেবে দেখুন। সংবাদপত্রের ভাষ্যমতে, জানুয়ারি ২০০১ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত দশ হাজারেরও বেশি নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। একই সংবাদে প্রকাশ, দেশের ৮৭ শতাংশ নারীই কোন না কোনভাবে নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। কতবড় আশঙ্কার পরিসংখ্যান! প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত এই অপমান-নির্যাতন কেন ঘটেই যাচ্ছে তার বিষয়ে নানা দিক থেকে চিন্তা করার সময় কি এখনও আসেনি? এতো ঠিক যে, নারীর উপর প্রতিদিন ঘটে চলা এই নির্মমতা দেখে সবাই কষ্ট পাচ্ছেন। দেশের শিক্ষিত মানুষেরা, আমাদের মা-বোনেরা, শিক্ষকরা, পেশাজীবীরা প্রত্যেকেই কষ্ট পাচ্ছেন, নিজেদের ঘরে যে মেয়ে আছে তার কথা ভেবে শঙ্কিত হচ্ছেন। আজ এই সংকটকালে এসব কেন হচ্ছে তার কথা ভাবা এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা আমাদের কি কর্তব্য নয়?

সমাজে এখন নীতি-নৈতিকতা-মূল্যবোধের চূড়ান্ত সংকট চলছে। নাটক-সিনেমা-বিজ্ঞাপন সর্বত্রই যে নারীদেহের রমরমা প্রদর্শনী চলছে- তা আমরা চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। বাচ্চাদের জন্য তৈরি করা কার্টুনে পর্যন্ত সূক্ষ্মভাবে এসকল নোংরা জিনিস ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে। কিশোর বয়স থেকেই তাদের পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত করা হচ্ছে। কম্পিউটারে-ইন্টারনেটে পর্নোর ছড়াছড়ি। পর্নো সিডি গ্রামে-শহরে প্রায় খোলামেলা বিক্রি হচ্ছে। আমাদের চোখের সামনে এসব কাণ্ড হয়ে গেলেও আমরা কি তার প্রতিবাদ করছি? এক এক করে এসব ভয়াবহ অপরাধগুলো মেনে নিতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। জীবন ধারণের আট-দশটা স্বাভাবিক বিষয়ের মতো একে গ্রহণ করে নিয়েছি। এটা কি একজন নৈতিক মানুষ হিসেবে আমাদের উচিত হয়? অন্যায় মেনে নিয়ে কি ধর্মরক্ষা হয়? নীতি রক্ষা হয়?

ভিডিও গেমসের মাধ্যমে পূর্বেই ছেলেমেয়েদের সমাজবিমুখ হয়ে শুধুমাত্র নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকায় অভ্যস্ত করা হয়েছিল। সেই কম্পিউটারে এখন এসেছে 'র‍্যাপ গেম'। কিশোর বয়সের ছেলেরা এসব গেম নিজেদের মোবাইল ফোনে ডাউনলোড করছে আর বিকৃত আনন্দ উপভোগ করছে। এই সন্তানদের হাতে দেশের মা-বোনেদের চূড়ান্ত মর্যাদাহানি না হয়ে উপায় আছে? কোন ছেলেই নষ্ট হয়ে জন্মায় না। তাহলে এইসব নষ্ট সন্তানদের কে জন্ম দিচ্ছে?সমাজে ঘটে যাওয়া প্রত্যেকটি ঘটনার জন্যই প্রতিক্রিয়াশীল সমাজব্যবস্থা দায়ী। সে যেমন ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার জন্য দায়ী, তেমনি ঘটনাটি ঘটার প্রেক্ষাপট তৈরির জন্যও দায়ী। এ কারণে সমাজব্যবস্থা ও তার পরিচালকদের দায়ী না করে, সেখানে মূল দৃষ্টি না দিয়ে প্রত্যেকটি ঘটনার আলাদা আলাদা ব্যাখ্যা হয়তো দাঁড় করানো যাবে, কিন্তু তার আসল কারণও উদঘাটন করা যাবেনা, এ থেকে বেরিয়ে আসার পথও খুঁজে পাওয়া যাবেনা।

এইসব নষ্ট সন্তানদের জন্মদাতা এ সমাজ। এই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা মানুষকে সবদিক থেকে বঞ্চিত করছে। মানুষের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে কিছু সংখ্যক লোক মুনাফার পাহাড় তৈরি করছে। আর এই বঞ্চিত মানুষ যাতে কোনদিনই মাথা তুলে না দাঁড়াতে পারে তার জন্য তার নৈতিক ভিত্তিকেই ধ্বংস করে দিচ্ছে।

এই পুঁজিবাদ যতদিন টিকে থাকবে ততদিন মানুষের অনিশ্চয়তা ক্রমাগত বাড়তেই থাকবে। মানুষ কাজ পাবেনা, শিক্ষা পাবেনা, চিকিৎসা পাবেনা। ন্যূনতম বেঁচে থাকার অধিকার থেকে বঞ্চিত মানুষের ভীড় বাড়বে। অধিকারহীন একদল লোক একে অপরকে হারিয়ে দিয়ে কিভাবে সুবিধা আদায় করা যায় তার চিন্তায় মগ্ন থাকবে। মানুষকে পুরোপুরি ব্যক্তিগত চিন্তায় ডুবিয়ে রাখবে এই অসাম্যের সমাজব্যবস্থা। আর তাতে নীতি-নৈতিকতা-মূল্যবোধের আরও তীব্র সংকট সৃষ্টি হবে।

নৈতিকতা-মূল্যবোধের এই ভয়াবহ সংকট থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায় কী? ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করার উপায় কী? আমরা দেশের শিক্ষিত-সচেতন-বিবেকবান মানুষকে বলছি, আপনারা দেশের অভিভাবক। আপনারা যদি মনে করেন দেশের সরকার এ সমস্যার সমাধান করবে, তাহলে আপনারা আবার ঠকবেন, যেমন বারবার ঠকেছেন। দেশের স্বাধীনতার ৪৫ বছর পার হয়ে গেলো। এই পুরো সময়ইতো আপনারা দেখলেন। একদলের বদলে আরেক দলকে এনে দেখলেন। বারবার হতাশ হলেন। এই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা যারা টিকিয়ে রাখতে চায় তাদেরকে নিয়ে এ আশা করে আপনাদের লাভ নেই। তার বদলে আমাদের ক্ষমতায় আনবেন- সেটাও আমরা বলছিনা। আমরা ক্ষুদ্র দল। কিন্তু আমরা যেটা বলতে চাইছি তা হলো, সমাজে মানুষের একটা ভূমিকা আছে। সেটা মানুষের ভুলে গেলে চলেনা। ওই বড় বড় দলগুলোর কাছে তো আপনারা মাথা বিক্রি করে দেননি। আপনার নিজস্ব বিবেকবুদ্ধি দিয়েভেবে দেখুন, সমাজের মানুষের জন্য আপনার কী করার আছে। মানুষ পরকালের আশায় ধর্ম পালন করে- তার একটা মর্মার্থ বোঝা যায়। কিন্তু মানুষের সাথে মানুষের যে সম্পর্ক, সেই সম্পর্কের প্রতি যে দায়বদ্ধতা- তা থেকে সে কি দায়িত্ব পালন করে, সেটা একটা বড় প্রশ্ন। এই যে পারস্পরিক দায়িত্ববোধ, শ্রদ্ধাবোধ সেটা ক্রমেই আমাদের সমাজ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। অন্যের মতকে ধারণ করা, তা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করা, নতুন মতকে, নতুন সত্যকে যুক্তির বিচারে গ্রহণ বা বর্জন করার যে সংস্কৃতি– যাকে বলে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি তা আমাদের দেশে গড়ে উঠেনি। ফলে মানুষ হিসাবে নারীরও যে মতামত থাকতে পারে, সেই মতামতের মূল্য দিতে শেখে নি এ সমাজ। নারীর প্রতি মর্যাদাবোধ, মানুষের প্রতি মানবিকতাবোধ, অপরের মত সহ্য করার ক্ষমতা- এসব ব্যতিরেকে কেউ গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন হয়না। আর এই সেক্যুলার, গণতান্ত্রিক চিন্তাসম্পন্ন হওয়া ও তার ভিত্তিতে লড়াই করা ব্যতিরেকে কতগুলো মানুষ একটা সমাজে শুধু বেঁচে থাকার জন্য একত্রিত হয়ে থাকলে কি হয়? সে শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তায়ই আচ্ছন্ন থাকে। সমাজের কোন সমস্যাই তার মনে দাগ ফেলেনা। তখন সে আর মানুষ থাকেনা, অমানুষ হয়ে যায়।

এগুলোর চর্চা তাহলে সমাজে কে করবে? যারা রাষ্ট্র চালায় তারা করবে? মিথ্যে কথা। যারা শোষণ-নির্যাতনমূলক টিকিয়ে রাখতে চায় তারা এটা করবেনা। আপনাদেরই এলাকায় এলাকায় প্রতিরোধের শক্তি গড়ে তোলে এর চর্চা করতে হবে। মানুষের প্রতি মানুষের যে সামাজিক দায়বদ্ধতা সে জায়গা থেকেই আপনারা প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন। আমরা বামপন্থীরা যে বিপ্লবের কথা বলি সেও এই প্রতিরোধ করতে করতেই গড়ে ওঠে। কিন্তু আপনাদের সেই বিপ্লবের কথা বলছিনা, আপনারা নিজেদের বেঁচে থাকার পরিবেশ নির্মাণের জন্যই এই প্রতিরোধে নামুন।

আরেকটা বিষয় ভেবে দেখা জরুরি, তা হলো এই যে, পুঁজিবাদ এই সমস্যা-সংকট সৃষ্টির জন্য দায়ী তা ঠিক, কিন্তু সমাজে বুর্জোয়া ভাবাদর্শের যেমন প্রভাব আছে তেমনি এই প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া ভাবাদর্শকে, পুঁজিবাদী সমাজের গর্ভজাত সংকট নিরসনে লড়াই করার শক্তিও এই সমাজে অন্তর্নিহিত আছে। সেই শক্তি জেগে ওঠলে সে এই সমাজব্যবস্থাকে অকার্যকর করে দিতে পারে, তাকে পাল্টে ফেলতে পারে। এই জন্য সমাজের মানুষের সক্রিয় প্রতিবাদ-প্রতিরোধ খুবই জরুরি। যে সকল মেয়েরা প্রতিনিয়ত রাস্তায়-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে-কর্মক্ষেত্রে লাঞ্ছিত হচ্ছে তাদের পিতা-মাতার কি কোন দায় নেই এর প্রতিবাদ করার? ছেলে মেয়েদের প্রতিবাদ করতে শেখানোর? শিক্ষিত বাবা-মায়েরা ছেলে-মেয়েদের পরামর্শ দেন ঝামেলায় না জড়ানোর। অর্থাৎ নিজের ওপরে এসে না পড়া পর্যন্ত তারা যাতে কোন প্রতিবাদ না করে। কেন? প্রতিবাদ করাটা কি নোংরামি? অন্যায়ের প্রতিবাদ করেই মানুষ মানুষ হয়। ছোটবেলা থেকে এরকম স্বার্থকেন্দ্রিক করে যে বাবা-মায়েরা ছেলেমেয়েদের গড়ে তুলছেন তাতে ভবিষ্যতে এই সমাজ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ভেবে দেখেছেন? আমরা দেশের মানুষকে আহবান জানাই এলাকায় এলাকায় নারী নিগ্রহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কমিটি গড়ে তোলার জন্য। এর সক্রিয় প্রতিরোধ করার জন্য। আমাদের আহবানে সাড়া দেয়া মানে আমাদের দল করা নয়। বড় বড় রাজনৈতিক দল সম্পর্কে আপনাদের মনে যে সকল ধারণা আছে, তাদের যত কথার খেলাপ আপনারা দেখেছেন তাতে আমাদের বিশ্বাস করা আপনাদের পক্ষে শক্ত তা ঠিক, কিন্তু আপনাদের বেঁচে থাকার পরিবেশ সৃষ্টির জন্যই এই প্রতিরোধ গড়ে তোলা দরকার। আমরা আশা করবো যেখানে আমাদের দলের লোকেরা আবেদন করবে সেখানে আপনারা সাড়া দেবেন। যেখানে আমরা নেই সেখানে আপনারা নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে সংগ্রাম কমিটি গড়ে তুলবেন। আপনারা যদি নামেন, তবে দেশে প্রতিরোধের একটি সংস্কৃতি তৈরি হবে। আর এই প্রতিরোধ করতে করতেই আপনারা পথের দিশা পাবেন। সে লড়াই করতে করতে আপনারা তখন নিজেরাই বুঝতে পারবেন সমাজের সমস্ত সংকটের কারণ কী, কার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে, কে শত্রু, কে মিত্র, কারা প্রকৃত লড়াইয়ের শক্তি, কে আপনাদের পাশে সবসময় থাকবে। এভাবে চলতে চলতে আপনারা হয়তো দেখবেন যে, একটি ক্ষুদ্র শক্তি কিন্তু সেই নীতি-নৈতিকতার আলো জ্বালিয়ে রেখেছে, এই সংকটের সময়ে পথ দেখানোর মতো আদর্শ সেই ধারণ করছে। আপনাদের কাছে আমাদের অনুরোধ আপনারা আপনাদের অবস্থান থেকে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করুন আর যেখানে আমাদের কর্মীরা আপনাদের কাছে যাবে সেখানে তাদের যথাসাধ্য সাহায্য করুন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরি কার অবহেলায় জনগণের অর্থ লোপাট?

বাংলাদেশের আর্থিক খাতে যেন লুটের মহোৎসব চলেছে। শেয়ার বাজারে কোটি কোটি টাকা লুটের মাধ্যমে সর্বস্বান্ত হওয়া হাজার হাজার মানুষের কান্না এদেশে এখনো থামেনি। ডেসটিনি-যুবক-ইউনিপে ইত্যাদি কোম্পানির ফাটকাবাজীতে নিঃস্ব হয়েছে বহু মানুষ। এসবের পাশাপাশি দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেছে ব্যাংক লুটের ঘটনা – নানা কায়দায় সে লুট। মাটির তলায় সুরঙ্গ খুঁড়ে বা সিঁধ কেটে ব্যাংকের ভল্ট থেকে টাকা চুরি বা বন্দুক-বোমা নিয়ে ব্যাংক ডাকাতির চেষ্টার ঘটনা আলোড়ন তুললেও সেসব ঘটনার সঙ্গে জড়িতরা ধরা পড়েছে। কিন্তু নামে-বেনামে ব্যাংকের টাকা ঋণ নিয়ে ফেরত না দেয়ার অনেকগুলো ঘটনা দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেছে – হলমার্ক, বেসিক ব্যাংক, বিসমিল্লাহ গ্রুপ ইত্যাদি ঘটনা। এসব ঘটনার বিচার এখনো আমরা দেখতে পাইনি।

এসব 'ডিজিটাল' চুরির বিচার হতে না হতেই বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে 'ডিজিটাল পদ্ধতিতে' ১০ কোটি ১০ লাখ ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৮০০ কোটি টাকারও বেশি) চুরির ঘটনা দেশের মানুষকে হতভম্ব করেছে। গত ৪ ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাতে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব নিউইয়র্কে রক্ষিত বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের ১০ কোটি ১০ লাখ ডলার চুরি করা হয়। এর মধ্যে দুই কোটি ডলার যায় শ্রীলঙ্কায়। শ্রীলংকায় প্যান এশিয়া ব্যাংকে জমা হওয়া দুই কোটি ডলার সন্দেহজনক হওয়ায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আটকে দেয় এবং এ অর্থ বাংলাদেশ ফেরত পেয়েছে। কিন্তু বাকি ৮ কোটি ১০ লাখ ডলার গেছে ফিলিপাইনের রিজাল কমার্শিয়াল ব্যাংকিং করপোরেশনের (আরসিবিসি) একটি শাখার মাধ্যমে সেখানকার ক্যাসিনো বা জুয়ার ব্যবসায়। গোয়েন্দা তথ্য মতে, জালিয়াতির মাধ্যমে একই দিনে ২৩টি নির্দেশে প্রায় ১৩০ কোটি ডলার হাতিয়ে নেয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল।

১৯৯৫ সালে শেয়ার বাজার কেলেংকারির ঘটনায়ও মূল হোতাদের বিচার হয়নি। ১৮ বছর পর লোকদেখানো বিচার হয়েছে মাত্র। এরপর ২০১০ সালে শেয়ার বাজার থেকে নানা কৌশলে টাকা তুলে নিয়ে হাজার হাজার মানুষকে নিঃস্ব করা হয়েছিল। ওই ঘটনার বিচার বা কোনো দোষী ব্যক্তির শাস্তি হয়নি। হলমার্ক কেলেঙ্কারিতে যখন ৪ হাজার কোটি টাকা লুটের ঘটনা দেশবাসীর সামনে আসল তখন অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন, ৪ হাজার কোটি টাকা এমন কোনো টাকা নয় যে এটা নিয়ে এত হৈচৈ করতে হবে। বেসিক ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান নিজের প্রভাব খাটিয়ে ৬ হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে। তার বিরুদ্ধে তখন কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।

শুধু বাংলাদেশ নয়, সম্ভবত পৃথিবীর যে-কোনো দেশের ইতিহাসেই আর্থিক খাতে একসাথে এতগুলো বিপর্যয়ের ঘটনা বিরল। কিন্তু তারপরও সরকারের ভূমিকায় মানুষ সংশয়ের মধ্যেই আছে। একটার পর একটা এতগুলো আর্থিক কেলেঙ্কারির ঘটনা ঘটছে, প্রধানমন্ত্রী বা অর্থমন্ত্রী কেউ-ই দায় নিচ্ছেন না। আসলে দায় তারা নেবেন কেন? তারা যে নীতির ওপর দেশের অর্থনীতিকে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন, এসব চুরি-লুট সেই নীতিরই অংশ মাত্র।

বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন একটা রূপান্তরের (ট্রানজিশনের) ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। এখানে এখন একচেটিয়া করপোরেট পুঁজি সংহত হচ্ছে। বড় পুঁজিগুলো নিজেদের থাবা বিস্তার করছে, ছোট-মাঝারিদের গিলে খাচ্ছে। ছোট-মাঝারি পুঁজি অস্তিত্ব রক্ষায় মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে। পুঁজির এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাজনৈতিক ক্ষমতা বা প্রভাব একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। রাজনৈতিক ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে লুটপাট এখন পুঁজির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমান আওয়ামী মহাজোট অর্থনীতির এই পালাবদলের কালে (ট্রানজিশনাল পিরিয়ডের) শাসনক্ষমতায় আসীন। করপোরেট পুঁজির স্বার্থ যেমন সে রক্ষা করছে, তেমনি তার ক্ষমতার ছায়াতলে বসে অনেকেই পুঁজি লুটের মচ্ছবে মেতেছে। আর এই একচেটিয়া করপোরেট পুঁজি তার স্বার্থের বিপক্ষে যায় – সেটা আইন, বিচার, গণতন্ত্র যা-ই হোক – সেসব কোনো কিছুরই তোয়াক্কা করে না। এদের স্বার্থেই বিভিন্ন ব্যাংকে দলীয় পছন্দের ভিত্তিতে পরিচালক-সহ গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেয়া হয়। এমনকি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর নিয়োগের ক্ষেত্রেও কোনো ধরনের নীতিমালা অনুসরণ করা হয় না। দলীয়করণের এই প্রবণতা দুর্নীতি-চুরি-লুটকে আরো বেগবান করেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির পর এক 'ইনফর্মাল' বা 'আন-অফিসিয়াল' সাক্ষাৎকারে অর্থমন্ত্রীকে প্রথম আলোর পক্ষ থেকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "আপনি কিন্তু বলেছিলেন বেসিক ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান আবদুল হাই বাচ্চুর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন, পরে আর নেননি।" এর উত্তরে তিনি বলেছিলেন: "হ্যাঁ, বলেছিলাম। ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এখনো হয়নি। যাই হোক। রাজনৈতিক ব্যাপার-স্যাপার সব আলাপ করা যায় না। ..."

বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র এবং ক্ষমতাসীন আওয়ামী মহাজোট এখন যে করপোরেট পুঁজির সেবাদাস, অর্থমন্ত্রী সেই কাজের একজন অত্যন্ত দক্ষ কারিগর। তিনি সরলভাবে সত্য কথাটাই বলেছেন যে, এসব 'চুরির' পেছনে অনেক 'রাজনৈতিক ব্যাপার-স্যাপার' আছে যা *(দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের চতুর্থ সম্মেলন

চতুর্থ কেন্দ্রীয় সম্মেলন উদ্বোধন করছেন ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, (বায়ে) আলোচনা সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখছেন কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী, (মাঝে) সংগীত পরিশেন করছেন প্রতুল মুখোপাধ্যায় (ডানে)

একতরফা নির্বাচনের পর ক্ষমতাসীন বর্তমান সরকার ফ্যাসিবাদী শাসনকে আরও পাকাপোক্ত করছে। ফ্যাসিবাদী শাসনের ভিত মজবুত করার জন্য আওয়ামী নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার দৃশ্যমান কিছু তথাকথিত উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে। অন্যদিকে পুঁজিপতি শ্রেণীর ব্যবসার স্বার্থে অর্থনীতিতে উদারীকরণের পালে জোর হাওয়া দিচ্ছে। স্বাস্থ্য-বিদ্যুৎ-যোগাযোগসহ পরিষেবাখাতগুলোতে ভর্তুকি কমিয়ে ক্রমাগত বেসরকারিকরণের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। পরিষেবার অন্যান্য খাতের মতোই শিক্ষাক্ষেত্রেও বেসরকারিকরণ-বাণিজ্যিকীকরণের তীব্র আক্রমণ নামিয়ে আনছে। ফলাফল, প্রাথমিক থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়– সমস্তক্ষেত্রে সরকারি বরাদ্দ কমছে। কিন্তু ফি বেড়েছে কয়েকগুণ। সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান না বাড়লেও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেড়েছে। বর্তমানে শিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রে বেসরকারি ধারাই প্রধান হয়ে উঠছে। এর মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্র থেকে প্রতিবছর বিপুল মুনাফা হাতিয়ে নিচ্ছে একদল শিক্ষা ব্যবসায়ী। এভাবে শিক্ষা ব্যবসায়ের পণ্যে পরিণত হওয়ায় শিক্ষা ব্যয় বাড়ছে। ফলে দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ শিক্ষার অধিকার থেকে

সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্তী

বঞ্চিত হচ্ছে। যারা শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে শিক্ষা ব্যয় বৃদ্ধির কারণে তাদেরও শিক্ষাজীবন খুঁড়িয়ে চলছে। শিক্ষা বঞ্চিত অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত কোটি মানুষের বুকের বেদনা ও স্বাধীনতার পূর্বাপর গণতান্ত্রিক লড়াই সংগ্রামের আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট জন্মলগ্ন থেকেই শিক্ষা আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। সেই ধারাবাহিকতায় শিক্ষাব্যয় বৃদ্ধি ও দুর্নীতি রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান নিয়ে ৪র্থ সম্মেলন আহুত হয়েছিল।

৩০ মার্চ সকাল হতে না হতেই সূর্যের আলোতে দিগন্ত প্লাবিত। আকাশে সূর্য উঁকি দিতেই সকল আশঙ্কার মেঘ কেটে যায়। আগের দিন সন্ধ্যায় হঠাৎ বৃষ্টি, কাল বৈশাখীর ছোবল। থেমে থেমে অঝোর বারিবর্ষণ। প্রকৃতির এই রুদ্ররোষে স্টেজ নির্মাণের কাজ সম্ভব হবে কি'না তাই নিয়ে তৈরি হয়েছে ঘোর অনিশ্চয়তা । স্টেজের বিকল্প হতে পারে কিন্তু এভাবে বৃষ্টি হলে দূর দূরান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা আসবে কিভাবে? একদিকে প্রকৃতির বাধা অন্যদিকে খবর আসছে দেশের কয়েকটি স্থানে দুর্বৃত্তদের বাধা–ঢাকায় বোমা হামলা হবে' বলে ভয় দেখিয়ে পোগ্রামে আসতে নিরস্ত করার অপতৎপরতা– এই দুই প্রতিবন্ধকতা জয় করেই শিক্ষার্থীরা ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছে। সমস্ত প্রতিকূলতা জয় করে , সমস্ত বাধাঁ অতিক্রম করে সম্মেলনে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিই প্রমাণ করেছে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ, শিক্ষাব্যয় বৃদ্ধি তাদের জ্বলন্ত সমস্যা– সেই সমস্যার প্রতিকার কী? সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে শিক্ষাবিদ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর বক্তব্যে এই সমস্যা সমাধানের পথনির্দেশ, "শিক্ষাকে এখন লাভজনক পণ্যে পরিণত করা হয়েছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতি সমাজে নানা ধরণের সংকট তৈরি করছে। ক্রমান্বয়ে মানুষের জীবনে সংকট তৈরি করে জীবন দুর্বিসহ করে তুলছে। এই সমাজ ব্যবস্থাকে পাল্টানো ছাড়া সমাধানের আর কোন পথ নেই। যুগে যুগে তরুণরাই সেই ভূমিকা পালন করেছে। আজকেও তাদের সেই অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে।"

এর আগে সকাল ১১টা ১০মিনিটে জাতীয় পতাকা, সংগঠন পতাকা ও বেলুন উড়িয়ে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও সংগঠন পতাকা উত্তোলন করেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ও সভার সভাপতি সাইফুজ্জামান সাকন। উদ্বোধনী বক্তব্যের পরই বক্তব্য রাখেন সভাপতি। সভাপতির বক্তব্যে সাইফুজ্জামান সাকন বলেন, "ইংরেজদের ধারাবাহিকতায় পাকিস্তানিরাও শিক্ষাকে ব্যয়বহুল করেছিল। স্বাধীন দেশে পুরনো সে নীতির বদল ঘটেনি। বহু শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছে, কিন্তু সুর একই। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ক্রমাগত অস্বীকৃত হয়েছে। বেসরকারিকরণের ধারাই ক্রমশ প্রধান হয়ে এসেছে। উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের দিক থেকেই মানুষ হওয়া, চরিত্র গঠনের বদলে চাকুরী বাগানো, সার্টিফিকেট শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেসরকারিকরণ-বাণিজ্যকীকরণের ফলাফল হিসেবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ একটা স্তর পেরিয়েই আর এগুতে পারছে না। পাবলিক প্রতিষ্ঠান সমূহের পাবলিক চরিত্র ক্ষুণ্ন করে সেল্ফ ফিনান্সিং হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে। আর মানের কথা তো বলাই বাহুল্য। শতভাগ পাশ হচ্ছে। এ প্লাস -এর ছড়াছড়ি। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় তাদের সিংহভাগই পাশ করতে পারছে না। সমাজে সর্বব্যাপী এই অন্যায় অসঙ্গতি দূর করবে যে ছাত্রসমাজ তাদের আত্মকেন্দ্রিক ভোগের সমুদ্রে নিমজ্জিত করা হচ্ছে। অপরাজনীতির প্রভাবে চরিত্রহীন করে তোলা হচ্ছে। মাদকের প্রভাব তো আছেই। ফলে আজ জেগে ওঠার লড়াই কেবল শিক্ষার অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে নয়, শাসক বুর্জোয়া শ্রেণীর মনুষ্যত্ববিনাশী এ চক্রান্তের বিরুদ্ধেও।"

সভাপতির বক্তব্যের পর অজস্র ব্যানার প্ল্যাকার্ডে সুসজ্জিত বর্ণাঢ্য একটি মিছিল ঢাকার রাজপথ প্রদক্ষিণ করে। মিছিলের অগ্রভাগে সংগঠনের পতাকা, তারপর বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ,সুভাষ বোস, মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিনসহ ২০ জন মনীষীর ছবি, তারপর ৫ সারিতে ২৫ জনের হাতে সংগঠনের পতাকা– এরপরই মূল মিছিল এই সজ্জা মিছিলকে অনন্য এক রূপদান করেছিল। পদাতিক বাহিনীর মতো সুশৃঙ্খল মিছিল এগিয়ে চলেছে অপরাজেয় বাংলা থেকে শুরু করে কলাভবন ঘুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগার গেট দিয়ে রাজু ভাস্কর্য, দোয়েল চত্বর, কদম ফোয়ারা, পল্টন হয়ে জিমনেসিয়ামে গিয়ে মিছিল শেষ হয়।

দুপুরের খাবার গ্রহণের পর বিকাল সাড়ে তিনটা থেকে শুরু হয় আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পর্ব। আলোচনা সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল(মার্কসবাদী)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী, কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা কমিটির সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, ভারত থেকে আগত অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশনের সভাপতি কমরেড কমল সাঁই। আলোচনা সভার পূর্বে ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য সোমার নেতৃত্বে চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের একটি সঙ্গীত টিম প্রায় ঘণ্টাব্যাপী গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন। ততক্ষণে আলোচনাসভার স্থান কানায় কানায় পূর্ণ।

আইনস্টাইন বলেছিলেন, জ্ঞানের চেয়ে বড় হলো কল্পনা শক্তি। সেই কল্পনা শক্তি তৈরি হবে কি, আমাদের স্কুলশিক্ষার আয়োজন এমন শিশুমনের কৌতুহল সবকিছুকে হত্যা করা হয়। একসময় স্বাধীনতার পর ৯৯ ভাগ স্কুল ছিল সরকারি। এখন বেশিরভাগ স্কুলই বেসরকারি। সরকার নতুন করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করছে না। ফলে নির্বিচারে চলছে বেসরকারিকরণ। ৬৩ হাজার সরকারি প্রাথমিক স্কুলের মধ্যে প্রায় ২০ হাজার স্কুলে প্রধান শিক্ষক নেই। মাত্র ১৯ হাজার মাধ্যমিক স্কুলের মধ্যে ৩২৩টি সরকারি। এর মধ্যে ২১৩ টি প্রধান শিক্ষক নেই। মাধ্যমিকে ১৭০০ শিক্ষকের পদ শূণ্য। এরকম একটা অরাজকতার মধ্যে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালিত হচ্ছে। তারমধ্যে গোঁদের উপর বিষ ফোঁড়ার মতো পিইসি-জেএসসি পরীক্ষা চালু করা হয়েছে। আমরা বলেছি ৫ম থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত চারটি পাবলিক পরীক্ষা পৃথিবীর কোথাও নেই। অথচ সরকার এটা চালু করেছে। এতে কি শিক্ষার মান বেড়েছে? এতটুকুও নয়। এই পরীক্ষাগুলো ছাত্রদের হয়রানি বাড়াচ্ছে। পাশের হার বাড়িয়ে দেখানোর জন্য উদারভাবে খাতা দেখা, দেদারছে প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা ঘটছে। এমনিতেই আমাদের দেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক যে পরিবেশ তাতে একটা শিশুর কোমলতার মনোভাব বেশিদিন থাকে না।

বক্তব্য রাখছেন ডিএসও সভাপতি কমরেড কমল সাঁই

এরকম একটা বাস্তবতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা তাকে প্রাইমেরি লেভেলেই শিখিয়ে দিচ্ছি তোমার যোগ্যতা না থাকলেও চলবে, বাবা-মা প্রশ্নপত্র সন্তানকে সরবরাহ করছে, সন্তান পরীক্ষা দিচ্ছে। সন্তান বুঝল যা তার যোগ্যতায় নেই তাও সে পেতে পারে। ছোটবেলা থেকেই বিষ ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে। মনুষ্যত্ব *(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

বিকেলের অধিবেশনে সংগীত পরিবেশনায় চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

বর্ষবরণে নারী মুক্তি ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের প্রতিবাদী ব্যাজ ধারণ ও সমাবেশ

দ্রোহ ও প্রতিবাদে বর্ষবরণ উদ্‌যাপনে দিনব্যাপী নানা কর্মসূচি পালন করে ছাত্র ফ্রন্ট ও নারীমুক্তি কেন্দ্র। বৈশাখের প্রথম প্রহরে রমনার বটমূলে প্রতিবাদী ব্যাজ ধারণের মধ্য দিয়ে কর্মসূচির সূচনা হয়। কর্মীরা সংগঠনের নাম সম্বলিত বেল্ট পরিধান করে রমনার পার্কে ২০টি পয়েন্টে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবাইকে ব্যাজ পরিধানের মাধ্যমে নারী লাঞ্ছনার বিচার দাবি করেন, পাশাপাশি সবাইকে এই উৎসবে নির্ভয়ে যোগ দেবার আহ্বান করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাকিম চত্বরে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ও বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্রর ক্যাম্পের একপাশে সাদা কাপড়ে দিনব্যাপী স্বাক্ষর ও মন্তব্য সংগ্রহ করা হয়। নানা স্তরের জনগণ বিশেষত নারীরা আগ্রহ সহকারে তনু হত্যা ও বর্ষবরণে নারী নির্যাতনের বিচার দাবি করে তাদের অনুভূতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যক্ত করেন। ঐতিহ্যবাহী মঙ্গল শোভা যাত্রার পর দুই সংগঠনের ক্যাম্প থেকে ক্যাম্পাস-সোহরাওয়ার্দী উদ্যান-টিএসসিতে দ্বিতীয় দফায় ব্যাজ পরিধান ও লিফলেটিং করা হয়। ক্যাম্পের চারপাশে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সুভাষচন্দ্র বসু, বিজ্ঞানী সত্যেন বোস, বেগম রোকেয়া, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলাম, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কমরেড শিবদাস ঘোষ ও ড. শামসুজ্জোহার বক্তব্য সম্বলিত পোট্রেট ছাত্র-অভিভাবকদের নজর কাড়ে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ মিছিল

বর্ষবরণে আসা মানুষদের সংগঠনের কর্মীরা ব্যাজ পড়াচ্ছেন

বিকাল চারটায় হাকিম চত্বর থেকে একটি প্রতিবাদী পদযাত্রা শাহবাগ-শামসুন্নাহার হল-টিএসসি হয়ে হাকিম চত্বরে শেষ হয়। শাহবাগ ও টিএসসিতে দুটি বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। নারীমুক্তি কেন্দ্রের সভাপতি সীমা দত্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি নাঈমা খালেদ মনিকা, নারীমুক্তি কেন্দ্রের সাংগঠনিক সম্পাদক মনিদীপা ভট্টাচার্য ও ছাত্র ফ্রন্টের অর্থ সম্পাদক শরীফুল চৌধুরী। সমাবেশ পরিচালনা করেন ছাত্র ফ্রন্টের সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদ রানা।

বক্তারা বলেন, "গত বছর পহেলা বৈশাখে প্রকাশ্য দিবালোকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে নারীরা লাঞ্ছনার শিকার হয়। সেই বর্বর ঘটনার এক বছর হতে চলল। অথচ এই এক বছরেও দোষীদের শাস্তির আওতায় আনতে পারেনি পুলিশ। প্রাথমিকভাবে নিপীড়নকারীদের ছবি প্রকাশ করে ধরিয়ে দিতে পুলিশের পক্ষ থেকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়। কিন্তু পুলিশ এখন তদন্ত রিপোর্ট দিয়েছে পহেলা বৈশাখে নাকি লাঞ্ছনার ঘটনাই ঘটেনি! তাই তারাও নিপীড়নকারীদের খুঁজে পায়নি। তদন্তের নামে এই প্রহসনের কারণে, একের পর এক ঘটনার বিচারহীনতায় নিপীড়নকারীরা প্রশ্রয় পাচ্ছে, ফলে ধর্ষণ, নির্যাতন, খুন অব্যাহতভাবে বেড়েই চলছে। তনু ধর্ষণ-হত্যা এই বিচারহীনতারই পরিণতি।"

সিলেটে বিক্ষোভ মিছিল

তারা আরও বলেন, "যেখানে রাষ্ট্রের দায়িত্ব ছিল লাঞ্ছনাকারীদের খুঁজে বের করে বিচার করা, তা না করে এবার পহেলা বৈশাখে নিরাপত্তার নামে সার্বজনীন এই উৎসবকে সংকুচিত করা হচ্ছে। নিরাপত্তার নামে পুলিশের সংখ্যা বাড়লেও উৎসবে জনসমাগম কমেছে। এটাই প্রমাণ করে নিরাপত্তার যত আওয়াজই সরকার তুলুক না কেন, নিরাপত্তাহীনতার বোধের কারণেই অনেক মানুষ উৎসবে আসেনি। এই এক বছরেও নারী লাঞ্ছনাকারীদের বিচার না হওয়ার দায় যেমন সরকারের, তেমনি উৎসবের আমেজ কমে যাওয়ার দায়ও সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকেই নিতে হবে।" নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে দোষীদের গ্রেফতার-বিচারের দাবি জানান এবং আগামী ২৫ এপ্রিল তনু ধর্ষণ-হত্যাসহ সারাদেশে নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে আহুত হরতাল সফল করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

চট্টগ্রামে বিক্ষোভ মিছিল

প্রতিবাদী পদযাত্রার পর ক্যাম্পের সামনে বসে হাঁড়ি ভাঙা খেলা, গণসঙ্গীত ও লোকগানের আসর; যা গ্রীষ্মের দাবদাহে উপস্থিত জনতার মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা সঞ্চার করে।

রংপুর : রংপুরে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে বর্ষবরণ করেছে চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ছাত্র ফ্রন্ট, নারীমুক্তি কেন্দ্র। ১৪ এপ্রিল সকাল ১০টায় রংপুর প্রেসক্লাব চত্বর থেকে ব্যানার, ফেস্টুনসহ সুসজ্জিত র‍্যালি নগরীর প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পাবলিক লাইব্রেরি মাঠের সম্মুখে সমাবেমে মিলিত হয়। ছাত্র ফ্রন্টের জেলা সভাপতি আহ-সানুল আরেফিন তিতুর সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ(মার্কসবাদী) জেলা সমন্বয়ক আনোয়ার হোসেন বাবলু, নারীমুক্তি কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় সদস্য ইয়াসমিন আক্তার, কামরুন্নাহার খানম শিখা। সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন কারমাইকেল কলেজের সাবেক শিক্ষক অধ্যাপক রিয়াজুল ইসলাম বসুনিয়া। সমাবেশ শেষে নারী নির্যাতন বিরোধী ব্যাজ ধারণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন কারমাইকেল কলেজের সাবেক উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক সাহারা ফেরদৌস। পরে প্রাঙ্গনে রকমারী খাবার গ্রহণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

বাঁশখালী হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে সারাদেশে বাসদ (মার্কসবাদী)-র বিক্ষোভ

চট্টগ্রামের বাশঁখালীতে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত গ্রামবাসীদের ওপর পুলিশ ও সন্ত্রাসীদের গুলিবর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবিতে বাসদ (মার্কসবাদী)-র উদ্যোগে ৫ এপ্রিল বিকাল ৫টায় জাতীয় প্রেসক্লাবে বিক্ষোভ মিছিল-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসময় বক্তব্য রাখেন বাসদ(মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা কমি-টির সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, মানস নন্দী, উজ্জ্বল রায়, ফখ্‌রুদ্দিন কবির আতিক। সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, বাশঁখালীতে নিরস্ত্র জনতার ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণ বর্তমান সরকারের স্বৈরতান্ত্রিক আচরণের বহিঃপ্রকাশ। উন্নয়নের স্লোগান তুলে বর্তমান সরকার একের পর এক স্থানে সাধারণ মানুষকে বসতভিটা, চাষের জমি থেকে উচ্ছেদ করছে। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে আবারও প্রমাণিত হল সরকার জনগণের নয়, মালিক শ্রেণীর স্বার্থকেই রক্ষা করে। বক্তারা অবিলম্বে এই ঘটনায় দায়ীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের চক্রান্ত বন্ধের দাবি জানান।

ঢাকায় বিক্ষোভ মিছিল

বাঁশখালী : বাঁশখালীতে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত জনগণের উপর গুলিবর্ষণ, ৫ জন গ্রামবাসীকে হত্যার প্রতিবাদে ও কৃষিজমি বস-তভিটা উচ্ছেদ করে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের তৎপরতা বন্ধের দাবিতে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) বাঁশখালী উপজেলা শাখার উদ্যোগে ৮ এ-প্রল সকাল ১১টায় বাঁশখালী উপজেলা সদর জলদীতে এক পথসভা ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। গণ্ডামারায় ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যাওয়ার পথে এখানে নেমে পথসভায় বক্তব্য রাখেন তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, মানবাধিকার কর্মী সুলতানা কামাল, বাসদ(মার্কসবাদী) চট্টগ্রাম জেলা শাখার সদস্য সচিব অপু দাশগুপ্ত, ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি সত্যজিৎ বিশ্বাস, চট্টগ্রাম নগর সাধারণ সম্পাদক আরিফ মঈনুদ্দিন, অমৃত করণ প্রমুখ।

বাঁশখালীতে মানববন্ধন সমাবেশ

চট্টগ্রাম : ৫ এপ্রিল বিকাল ৪টায় বাসদ(মার্কসবাদী) চট্টগ্রাম জেলা শাখার উদ্যোগে নগরীর নিউমার্কেট চত্বরে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন অপু দাশগুপ্ত, শফিউদ্দিন কবির আবিদ, আসমা আক্তার প্রমুখ। সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, "মহাজোট সরকার সুন্দরবন ধ্বংস করে রামপাল কয়লা-ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র জনগণের বিরোধিতা সত্ত্বেও অব্যাহত রেখেছে। এখন বাঁশখালীর গন্ডামারা ইউনিয়নে কৃষিজমি বসতভিটা উচ্ছেদ করে এস আলম গ্রুপ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎপ্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বাঁশখালীর জনগণ এই বিদ্যুৎকেন্দ্র চায় না। তাই তারা রক্ত দিয়ে হলেও এই প্রকৃতি ধ্বংসী, জনবিরোধী প্রকল্প প্রতিহত করার জন্য মাঠে নেমেছে। সরকার জনগণের দাবিকে উপেক্ষা করে গ্রামবাসীদের সমাবেশে গুলি চালিয়েছে। উপরন্তু তিনহ-

চট্টগ্রামে মিছিল

াজার গ্রামবাসীর নামে মামলা দেয়া হয়েছে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অসহায় মানুষগুলোকে হাতকড়া পরিয়ে রাখা হয়েছে। আন্দোলন দমনের নামে এই হত্যাকান্ড-নিপীড়ন মহাজোট সরকারের চরম ফ্যাসীবাদী চেহারাকে আরেকবার উন্মোচিত করলো।" নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও বিচার, নিহতদের ক্ষতিপূরণ, গ্রামবাসীদের নামে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহার এবং আহতদের রাষ্ট্রীয় খরচে চিকিৎসার দাবি জানান।

সিলেটে মিছিল

সিলেট : বাঁশখালীতে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত জনগণের উপর গুলিবর্ষণ, ৫ জন গ্রামবাসীকে হত্যার প্রতিবাদে ও কৃষিজমি বসতভিটা উচ্ছেদ করে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের তৎ-পরতা বন্ধের দাবিতে বাসদ (মার্কসবাদী) সিলেট জেলা ৪ এপ্রিল '১৬ বিকাল ৪টায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। মিছিলটি জিন্দাবাজার থেকে শুরু হয়ে সিটি পয়েন্টে গিয়ে সমাবেশে মিলিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এড. হুমায়ুন রশীদ সোয়েব, সুশান্ত সিন্‌হা, সঞ্জয় কান্ত দাস।

বাঁশখালী হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার বিক্ষোভ

গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা : বাঁশখালী হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বাম মোর্চার উদ্যোগে ৬ এপ্রিল বিকাল ৫টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার কেন্দ্রীয় পরিচালনা পর্ষদের সমন্বয়ক অধ্যাপক আবদুস সাত্তারের সভাপতিত্বে বক্তব্য রখেন বাসদ (মার্কসবাদী)'র কেন্দ্রীয় নেতা শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি, বাংলাদেশের ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন নান্নু, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু, বাসদ (মাহবুব)'র মহিনউদ্দিন লিটন, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের হামিদুল হক প্রমুখ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, "সরকার কৃষি জমি-বাস্তুভিটা রক্ষার নীতিকে অস্বীকার ও জনগণের মতামতের কোনো গুরুত্ব না দিয়ে লুটপাটের স্বার্থে এবং ক্ষমতা ও গায়ের জোরে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে।"

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের চতুর্থ সম্মেলন

(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর) হরণের একটা বিষ শিশুদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে। শৈশব কেড়ে নিচ্ছে। এখন একজন শিশু সুকুমার রায়কে চেনে না, রবীন্দ্রনাথকে জানে না, নজরুলের বিদ্রোহী সত্তার সাথে সে পরিচিত নয়। সে জানে না একদিন রোকেয়া রংপুরে ধর্মীয় গোঁড়ামির এক চরম পরিবেশে কিভাবে সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়েছিলেন কেবলমাত্র শিক্ষার জন্য, নারীসমাজকে জাগাবার জন্য। এই ইতিহাস ছাত্রদের জানানো হয় না। আসলে আমাদের এমন বড় চরিত্রদের বুঝতে দেয়া হচ্ছে না। আত্মকেন্দ্রিকতায় গোটা যুবসমাজকে নিমজ্জিত করা হচ্ছে। কারণ এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় জনগণ যদি সমাজ সচেতন হয়, বিজ্ঞানমনস্ক হয়, জনগণ যদি দায়বদ্ধ হয় তবে এই মুনাফার জোয়াল টিকে থাকবে না। তাই অনিবার্যভাবেই শিক্ষাকে তাদের বিকৃত করতে হবে। যে শিক্ষায় বিজ্ঞানমনস্কতা তৈরি হয়, তাকে ঝেড়ে ফেলতে হবে এবং সবার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থাকে বন্ধ করতে হবে। এভাবে ধাপে ধাপে গোটা শিক্ষাব্যবস্থাকে বড়লোকের পণ্যে পরিণত করা হচ্ছে। শিক্ষার এই বাণিজ্যিকীকরণের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট তার জন্মলগ্ন থেকেই লড়াই পরিচালনা করছে। চলমান লড়াইকে আরও বেগবান করার উদ্দেশ্যে এই সম্মেলন।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক স্নেহাদ্রী চক্রবর্তী রিন্টুর সঞ্চালনায় ও সভাপতি সাইফুজ্জামান সাকনের সভাপতিত্বে শুরু হয় আলোচনা সভার কাজ। শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য রাখেন ৪র্থ সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক নাঈমা খালেদ মনিকা। মঞ্চের সামনে সবগুলো চেয়ারে আসীন সাদা ক্যাপ পরিহিত ছাত্র-ছাত্রীরা তখন নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের রূপ ধারণ করেছে। এরই মাঝে বক্তব্য দিতে আসেন অল ইন্ডিয়া ডিএসও'র সভাপতি কমরেড কমল সাঁই। শিক্ষার উপর শাসকশ্রেণীর আক্রমণ আজ গোটা দুনিয়ায়– সাম্রাজ্যবাদী ভারতেও তীব্র আক্রমণ পরিচালিত হচ্ছে। তার বিরুদ্ধে দীর্ঘ লড়াইয়ের অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ ডিএসও। সেই আন্দোলনের অভিজ্ঞতা আর এদেশে ছাত্রদের লড়াইয়ের সাথে সংহতি রেখে কমল সাঁই বলেন, " ভারতবর্ষ এবং বাংলাদেশ অবিভক্ত ভারতের একই স্বাধীনতা আন্দোলনের অংশীদার। আমাদের দেশে যখন স্বাধীনতার কথা উঠেছিল তার প্রধান কারণ ছিল সাধারণ মানুষের দুরবস্থা থেকে উত্তরণ, বিদেশী শাসন শোষণ থেকে উদ্ধারের আন্দোলন। দাবি ছিল শিক্ষার অধিকারের। সর্বজনীন গণতান্ত্রিক শিক্ষার দাবি উঠেছিল। বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, পুরাতন মানুষের নয়, নতুন মানুষের চাষ করতে হবে। নতুন যুগের উপযোগী মানুষ। বিদ্যাসাগরের সাথে ইংরেজদের তর্ক হয়েছিল। তারা টোলে-মাদ্রাসায় তাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতে চেয়েছিল। কিন্তু নবজাগরণের দূতেরা প্রকৃত শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষে মানুষের অনেক অধিকার আদায় হয়নি। তেমনি শিক্ষার অধিকারও আদায় হয়নি। সরকার তাদের দায়িত্ব পালন করেনি, বৈজ্ঞানিক শিক্ষার পরিবর্তে কারিগরি শিক্ষার প্রসার করছে, সত্যিকারের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করছে। সাম্প্রদায়িক শক্তি প্রবলভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। আমাদের দেশে মুক্ত স্বাধীনচিন্তার মানুষ যারা তাদের নির্মমভাবে হত্যা করা হচ্ছে।

ভারতবর্ষে যথেষ্ট সংখ্যক স্কুল-কলেজ নেই। প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা খুব খারাপ। ছাত্রদের মিনিমাম শিক্ষার আয়োজন নেই। পূর্ণ শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে না। ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল পদ্ধতি তুলে দিয়েছে। আমরা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করছি। পিপিপি'র বিরুদ্ধে আন্দোলন করছি। সরকার মেডিকেল নির্মাণ করবে আর সেটা তুলে দিবে বেসরকারি সংস্থার হাতে। সাধারণ শিক্ষার্থী আশা নির্বাপিত হচ্ছে। বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী 'ড্রপ আউট' করছে। এই অবস্থা চলছে। এই প্রতিকূল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজন সঠিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতেই একমাত্র তা সম্ভব।" এই শিক্ষার ভিত্তিতেই আমরা জানি, শিক্ষার যে সংকট সেটা সমাজের সামগ্রিক সংকট থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এদেশে শ্রমিক-চাষী, মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্তদের জীবনে আর্থিক টানাপোড়েনের যেটি মূল কারণ– পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সেই পুঁজিবাদই শিক্ষাক্ষেত্রেও সংকটের জন্ম দিচ্ছে। তাই অন্যান্য শ্রেণী পেশার মানুষের সাথে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের যোগসূত্র তৈরি করতে হবে। সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী বলেন, " যখন তারা শিক্ষার খরচ প্রতিমুহূর্তে বাড়াচ্ছে তার উদ্দেশ্য কি? তার উদ্দেশ্য হচ্ছে বাস্তবে বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত নিম্নমধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র মানুষের ছেলে মেয়েরা যাতে উচ্চ শিক্ষার দ্বারে আর কোনোদিন যেতে না পারে। উচ্চশিক্ষিত হলে, এই উচ্চ শিক্ষিত মানুষের জন্য গত চুয়াল্লিশ বছরে বাংলাদেশের শাসকরা যে পরিমাণ চাকুরি দরকার সে চাকুরির যোগাড় করতে পারে নাই। সরকার হিসাব দিচ্ছে যে, প্রতিবছর বাংলাদেশে বাইশ লক্ষ ছেলে মেয়ে চাকুরির বাজারে আসে আর বিভিন্ন ধরণের কাজের মধ্য দিয়ে আট থেকে দশ লক্ষ চাকরি পায়। যদি এটাও ঠিক হিসাব হয় তাহলে প্রতিবছর দশ থেকে বার লক্ষ ছেলে মেয়ে তারা কোনো কাজ পায় না। এর ফলে বাংলাদেশে এখন চার কোটি সক্ষম মানুষ বেকার। এই যে বেকার এই বেকার অবস্থাটা তাদের জন্য বিপদজনক। সেইজন্য গোটা দেশের সাংস্কৃতিক অবক্ষয়। ড্রাগের ব্যাপক চালান, গোটা সমাজে ড্রাগ এবং অপসংস্কৃতি ছড়িয়ে দিয়েছে।" আলোচনা চলতে চলতেই আকাশ আবার অন্ধকার। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমক দিয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টির আশঙ্কায় প্রধান বক্তা কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী আমন্ত্রিত অতিথি শিল্পী প্রতুল মুখ্যোপাধ্যায়কে সুযোগ করে দিতে বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করেন।

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী বলেন, শিক্ষা সামাজিক সম্পদ। ফলে শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে সামাজিক। সামাজিক দায়বদ্ধতা ছাড়া বড় মানুষ হওয়া যাবে না। ছাত্রদের শ্রমিক কৃষক সাধারণ মানুষের প্রতি ভালবাসা, দায়বদ্ধতা থাকতে হবে। বড় চরিত্র অর্জন করতে হবে। এজন্য ইতিহাসের বড় মানুষদের জীবন সংগ্রাম থেকে শিক্ষা নিতে হবে। তিনি বলেন, শিক্ষা একটা বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপরিকাঠামো এবং কোনও না কোনও শ্রেণীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আজ শিক্ষাকে নিজের শ্রেণী স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ করছে ক্ষমতাসীন পুঁজিপতি শ্রেণী। পুঁজিবাদবিরোধী শ্রমিক শ্রেণীর অভ্যুত্থানের পরিপূরক সংগ্রামে ছাত্রদের সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে, শিক্ষা-সভ্যতাকে শোষক শ্রেণীর হাত থেকে মুক্ত করতে হবে।

আলোচনা সভার পর মঞ্চে আসেন প্রতুল মুখোপাধ্যায়। গান শুরু হতেই বৃষ্টিও শুরু হয়ে যায়। কিন্তু বৃষ্টির ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে উপস্থিত ছাত্র-জনতা ঠাঁই বসে। প্রতুল মুখার্জিও সাগ্রহে বৃষ্টির মধ্যেই গান পরিবেশন করেন। বৃষ্টি বাড়লে ছাতা মাথায় নিয়ে গান গেয়ে শোনান। গানের সুর, ভাষা, গায়কী দিয়ে দর্শক শ্রোতাদের হৃদয়ে সংগ্রামের প্রেরণা সঞ্চার করে তিনি বিদায় নেন। এর মধ্য দিয়েই সম্মেলনের কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্ত হয়।

সম্মেলনে নাঈমা খালেদ মনিকাকে সভাপতি ও স্নেহাদ্রী চক্রবর্তী রিন্টুকে সাধারণ সম্পাদক করে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের ২৫ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটি পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। সত্যজিৎ বিশ্বাস সহ-সভাপতি, মাসুদ রানা সাংগঠনিক সম্পাদক, রাশেদ শাহরিয়ার দপ্তর সম্পাদক, শরীফুল চৌধুরী অর্থ সম্পাদক, ইভা মজুমদার প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক, মুক্তা ভট্টাচার্য শিক্ষা ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক, তাজনাহার রিপন স্কুল বিষয়ক সম্পাদক নির্বাচিত হন। সদস্য নির্বাচিত হন আহসানুল আরেফিন তিতু, জয়দীপ ভট্টাচার্য, কলিন চাকমা, মাসুদ রেজা, বিটুল তালুকদার, মনিরুজ্জামান মনির, তাজিউল ইসলাম, সেজুঁতি চৌধুরী, রুহুল আমিন,অজিত দাস, রেজাউর রহমান রানা, রোকনুজ্জামান রোকন, আরিফ মঈনুদ্দীন, শীতল সাহা, সুস্মিতা রায় সুপ্তি, আবু রায়হান বকশি।

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সহিংসতা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) সেদিনের যে অবদান তা আমাদের গৌরব, আমাদের ভবিষ্যত সংগ্রামের প্রেরণা।

মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শাসকশ্রেণীর বেপরোয়া লুণ্ঠন যজ্ঞে সাধারণ মানুষের জীবনে শুধু অভাব দারিদ্রই বাড়েনি, সমাজ থেকে গণতান্ত্রিক চেতনা, সংস্কৃতি-মূল্যবোধ ধ্বসিয়ে দেবার চক্রান্তে মেতেছে। মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক শক্তি হয়ে উঠেছে পুঁজির সেবাদাস। আজ তার একমাত্র লক্ষ পুঁজির সর্বোচ্চ মুনাফার মাধ্যমে তা আকাশচুম্বী করা। এই লাভ আর লোভের কাছে কোন বিবেক, কোন মূল্যবোধকেই সে দাঁড়াতে দেয় না। মানুষের প্রতি যে দায়িত্ব, সেটা পালন না করে তাঁরা এদেশের মানুষের জীবন নিয়ে খেলছে - সর্বোচ্চ মুনাফা আত্মসাতের জন্য খেলছে, ক্ষমতার পালাবদলের জন্য খেলছে, গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক অধিকার হননের জন্য খেলছে। সর্বশেষ, বর্তমান সরকারের যে অঙ্গীকার অর্থাৎ সাধারণ মানুষের ভোট ও ভাতের অধিকার ফিরিয়ে দেয়া তা না করে বরং সে অধিকার হরণ করার জন্য খেলছে। বিগত সময়ের সংসদ নির্বাচন, সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন, উপজেলা নির্বাচন কোনটিতেই এদেশের জনগণ সুষ্ঠ ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি। বর্তমান পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার মোড়ল যারা গণতন্ত্রের অর্থ শেষ পর্যন্ত ভোটের রাজনীতি সর্বস্ব করে ফেলেছে গণতন্ত্রের সেইসব তল্পিবাহকরা আজ জনগণের এটুকু অধিকারও রক্ষা করতে ভয় পায়। আজ বুর্জোয়া রাজনীতি বিনিয়োগ আর লাভালাভের সাথে এত নিরবিচ্ছিন্ন যে সংসদে আজ রাজনীতিবিদ সংখ্যালঘিষ্ঠ আর বড় বড় রুই-কাতলারা সব সংসদ সদস্য হয়ে বসে আছে যাঁরা একচেটিয়া পুঁজির মালিক।

এই একচেটিয়া পুঁজিকে নিরঙ্কুশ করতে রাজনীতিবিদরা একবার ক্ষমতার স্বাদ আস্বাদন করলে তাকে কুক্ষিগত করার ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠেন। আর তাঁর সাথে রয়েছে প্রতিহিংসার রাজনীতির ডালপালা বিস্তার। অতি আশ্চর্যের সাথে স্মরণ করতে হয় যে পরাধীন বৃটিশ আর পাকিস্তান আমলেও রাজনৈতিক সমস্যার তথাকথিত সমাধানের জন্য রাজনীতিবিদরা এক টেবিলে বৈঠক করেছেন। বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনীতিবিদরা এতটুকু সহনশীলতা অথবা রাজনৈতিক সংস্কৃতি দেখাতে পারছেন না যে তারা নিজেদের তৈরি করা রাজনৈতিক সংকট যা পুরো বুর্জোয়া ব্যবস্থার অসারতা জনগণের সামনে উন্মোচিত করছে তা আলোচনার টেবিলে সমাধান করতে পারেন।

কারণ বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যাবে যে এ সংকটের মূল কারণ যতটা না রাজনৈতিক তাঁর চেয়েও বেশী অর্থনৈতিক। গত ৪৫ বছরে এ দেশে পুঁজিপতি শ্রেণী যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। ফলে বিদেশী পুঁজি ও প্রযুক্তির সহায়তায় বিনিয়োগের সমস্ততত সম্ভাবনা সুনিশ্চিত করার প্রয়োজনে দীর্ঘস্থায়ী তথাকথিত রাজনৈতিক স্থিতির পরিবেশ তৈরি করতে চায়। বর্তমান পরিস্থিতিতে বুর্জোয়া শ্রেণী স্বীয় স্বার্থেই একমাত্র আওয়ামী লীগের মাধ্যমেই এটা সম্ভব বলে মনে করে। ইতোপূর্বে বুর্জোয়া অর্থেও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ছিটে ফোঁটা অবশিষ্ট ছিল, তা বর্তমানে দলীয় কর্তৃত্বে রূপ নিয়েছে। এরকম একটি প্রেক্ষাপটে দেশে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন চলছে। এবারকার ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের কয়েকটি বিশিষ্ট দিক রয়েছে। তা'হল এবারই প্রথম দলীয় প্রতীকে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। আমরা যদি ইউনিয়ন পরিষদের উৎপত্তির দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব যে এটি কোন মহৎ উদ্দেশ্য থেকে গঠিত হয়নি। ১৮৭০ সালে বৃটিশ সরকার চৌকিদারি ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে ট্যাক্স কালেকশনের জন্য করেছিল। সেটিই মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ইউনিয়ন পঞ্চায়েত নামে প্রশাসকের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ১৯৭৩ সালে এটি পুণরায় ইউনিয়ন পরিষদ নামে পরিচিত হয়। তবে ১৯৭৬ সালে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত জনগণের নিকট প্রশাসনের সুবিধা পৌঁছে দেবার নামে ইউনিয়ন পরিষদকে স্থানীয় সরকারের অধীন করে আরও সংহত করা হয় এবং সরাসরি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচনের বিধান রাখা হয়। তবে এ যাবতকাল পর্যন্ত স্থানীয় সরকার নির্বাচন নির্দলীয়ভাবে করা হত। তৃণমূল পর্যায়ে ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার লক্ষ্যে এবারই প্রথম স্থানীয় সরকার নির্বাচন দলীয়ভাবে করা হল। একটা সময়ে বুর্জোয়া প্রচারযন্ত্রগুলো আর বুর্জোয়াদের মেকি গণতান্ত্রিক মুখপাত্ররা বলতেন দলীয়ভাবে স্থানীয় সরকার নির্বাচন হলে স্থানীয় সরকার দলীয়করণ হয়ে পড়বে ফলে জনগণকে দুর্ভোগে পড়তে হবে। প্রথম দফায় দেশের ৪০০০ ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে ৭১২ টি ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে নির্বাচনে ২৪ জন মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এরমধ্যে মঠবাড়িয়ায় পুলিশের গুলিতে পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে। নির্বাচনের ফলাফল একসাথে না দিয়ে ধাপে ধাপে ঘোষণা করায় মঠবাড়িয়ার মত সহিংস পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। দলীয় প্রতীকে নির্বাচনের ফলে মনোনয়ন প্রাপ্ত এবং মনোনয়ন বঞ্চিত বিদ্রোহী প্রার্থী বিশেষত আওয়ামী লীগের মধ্যে উপদলীয় কোন্দলের কারণেই এতগুলো মানুষ প্রাণ হারালো। প্রথম দফার নির্বাচনে পুলিশের বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ থাকলেও ইসি নিষ্ক্রিয় থেকেছে। প্রায় সকল আসনে প্রকৃত বিরোধী দল না থাকা সত্ত্বেও বিদ্রোহী প্রর্থী থাকায় সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠেছে। খবরে প্রকাশ যে বিদ্রোহী বহিস্কারের পরও আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে শঙ্কা কাজ করেছে। এদিকে জোট সরকারের অন্যতম শরিক ওয়ার্কার্স পার্টি অভিযোগ করেছে ইউপি নির্বাচনে জোটের প্রার্থীকেও বাধা দেওয়া হয়েছে। খবরে আরো প্রকাশিত হয় যে, বিএনপির দাবি অনুযায়ী প্রথম ধাপের নির্বাচনে ১১৯টি ইউনিয়নে তাদের কোন প্রার্থী নেই। ৮৩ টি আসনে বিরোধী দলের বাধার মুখে মনোনয়ন জমা দিতে পারেনি (প্রথম আলো ১২ মার্চ ২০১৬)। এধরণের বাধার মুখে বিদ্রোহী, বিরোধী এমনকি শরিক জোটের অনেক প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারেনি। এর উপর রয়েছে মনোনয়ন বাণিজ্য। সিরাজদিখানের মতো বহু ইউপি নির্বাচনে কেন্দ্র দখল ও সংঘর্ষের খবর জানা যায় এর মাঝে সিরাজদিখানেই সংঘর্ষে ৬৫ জন আহত হয়। দোহারে ইউপি নির্বাচনে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রিজাইডিং অফিসারের ভাষ্য যে তিনি ব্যালট কেটেছেন আর "ওরা" সিল মেরেছে! এ আসনে বিরোধী দলীয় প্রার্থী জাল ভোট ও অনিয়মের অভিযোগে নির্বাচন বর্জন করেন (২৩ মার্চ ২০১৬ (প্রথম আলো)। ৩১ মার্চ ২০১৬ দ্বিতীয় ধাপে ৬৩৯টি আসনে ভোট গ্রহণ শুরু হয়। এর চিত্রও ভিন্ন কিছু নয়। কেরানীগঞ্জে ভোটকেন্দ্র দখল ও জাল ভোট গ্রহণের অভিযোগ পাওয়া যায়। গাজিপুরের কালীগঞ্জে বিএনপির তিন প্রার্থীসহ চারজন নির্বাচন বর্জন করেন। ইউপি নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর থেকে ৩১ মার্চ ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ৩২ জন মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে। এরমধ্যে অধিকাংশ মানুষ সাধারণ নাগরিক, খেটে খাওয়া মানুষ যাদের সাথে নির্বাচন বানিজ্যের কোন সম্পর্ক নেই। এর মধ্যে রয়েছেন নারী, বৃদ্ধ ও শিশু।

বাংলাদেশে বর্তমানে যে জিনিসটির কোন মূল্য নেই তা হল মানুষের জীবন। মৃত্যু যেন মানুষের পায়ে পায়ে ঘোরে। যে জিনিসের মূল্য থাকে না তা অমূল্যও হতে পারে। যেটি গোটা বৃটিশ ও পাকিস্তান পর্বে ছিল। এক আসাদের মৃত্যু আইয়ুব শাহীর মতো সেনাশাসকের ভীত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। এমনকি নব্বইয়ের দশকে ডাঃ মিলনের মৃত্যু সামরিক জান্তা এরশাদের পতন ঘটিয়েছিল। আজ মুত্যুর মিছিলেও কারো কোনো রা নেই। কতভাবে এদেশের মানুষ মরছে। পরিবহন ও অপরাপর দুর্ঘটনা, নারী ও শিশু হত্যা. সন্ত্রাসী কর্মকান্ড, প্রভৃতি নানাভাবে মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে। সম্প্রতি সোহাগী জাহান তনুর হত্যাকান্ডে দেশের মানুষ প্রতিবাদে মুখর হয়েছে। এরমাঝে ইউপি নির্বাচন খুনের নতুন মাত্রা যুক্ত করলো। আমাদের দেশের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ নির্বাচনে উৎসবের আমেজ অনুভব করে। এই একটি সময়ে তাঁরা নাগরিক হিসাবে তাঁদের মর্যাদা বুঝতে চায়। সরকারের দায়িত্ব প্রত্যেক নাগরিকের এই পবিত্র আমানত রক্ষা করা। কিন্তু এ যেন শিয়ালের কাছে মুরগি রাখার শামিল।

এটি ভাবার কোন কারণ নেই যে পরিস্থিতি এর থেকে ভাল হবে। সরকার দেশ গড়ার নামে *(সপ্তম পৃষ্ঠার পর)*

বিজ্ঞানী জামাল নজরুল ইসলাম স্মরণে

আলোচনা সভা

বোরহানুদ্দিন কলেজ : দেশবরেণ্য বিজ্ঞানী প্রফেসর ড. জামাল নজরুল ইসলাম-এর ৩য় মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে বিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্র, শেখ বোরহানুদ্দীন কলেজ শাখার উদ্যোগে ১৬ মার্চ দুপুর ১২টায় কলেজ শহীদ মিনারে আলোচনা সভা ও বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা-র পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় বিজ্ঞানীর জীবন নিয়ে আলোচনা করেন পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক ফারজানা হক, কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগের কো-চেয়ারম্যান মো: সেলিম, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ঢাকা নগর শাখার সভাপতি নাঈমা খালেদ মনিকা, ঢাকা নগর শাখার সাধারণ সম্পাদক শরীফুল চৌধুরী। অনুষ্ঠানে বিজ্ঞানী ড. জামাল নজরুল ইসলামের সংক্ষিপ্ত জীবনী তুলে ধরেন মনোবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র সাজ্জাদ হোসেন। ছায়েদুল হক নিশানের সঞ্চালনায় আলোচনা সভা শেষে বিজ্ঞান জিজ্ঞাসায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার দেওয়া হয়।

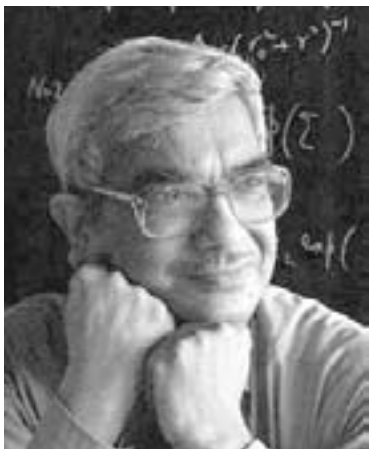

বক্তারা বলেন, "বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনকে সমগ্র বিশ্ব এক নামে চেনে। ড. জামাল নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী, গণিতবিদ, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, বিশ্বতত্ত্ববিদ ও অর্থনীতিবিদ। দুইজন দুই সময়ের বিজ্ঞান সাধক হলেও সমাজের প্রতি দায়বোধ, সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের প্রতি দরদ থেকেই তাঁরা পেয়ে ছিলেন বিজ্ঞান সাধনার অনুপ্রেরণা। আপেক্ষিকতা, ব্রাউনীয় গতি, আলোক তড়িৎ ক্রিয়া, ভর-শক্তি সমতুল্যতা, একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্ব, বোস-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান সহ বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে মৌলিক অবদান রেখেছেন বিজ্ঞানী আইনস্টাইন। ড. জামাল নজরুল ইসলাম বিজ্ঞানের চারটি তত্ত্ব - বিগ ব্যাং, কেয়ার্ন কনফাইমেন্ট, স্রোডিঞ্জার ইকুয়েশান ইন ম্যাগনেটিক ফিল্ড এবং শক্তিকে সমন্বিত করে তত্ত্ব উন্নয়ন ও ব্যবহারিক উন্নয়নের জন্য গবেষণা করেছেন। বিজ্ঞান সাধনার পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদী আগ্রসনের বিরুদ্ধেও এই দুই বিজ্ঞানী ছিলেন সোচ্চার। মানুষ হিসেবে তাঁদের ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ। অত্যাচার বা অসত্যের কাছে তাঁরা কখনো মাথা নত করেননি। এই দুই বিজ্ঞানীর জীবন সাধনায় আমাদের পথ দেখায় সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার ও খেটে খাওয়া মানুষের পাশে দাড়ানোর। আজ পুরো সমাজ জুড়ে স্বর্থপরতা, অপবিজ্ঞান, কুসংস্কার যখন ছেয়ে গেছে, বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তাকে হাতিয়ার করে আমাদের বাঁচার পথ করতে হবে। আসুন সমাজের গভীর অসুস্থতার কারণ অনুসন্ধানের জন্য বিজ্ঞান চর্চা করি।"

১৬ হাজার টাকা মজুরি, শ্রম আইন- বিধিমালা সংশোধন ও অবাধ ট্রেড ইউনিয়নের দাবি

বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন কেন্দ্র ঘোষিত 'দাবি দিবস' কর্মসূচির অংশ হিসেবে সংগঠনের ঢাকা মহানগর শাখার উদ্যোগে ৪ মার্চ শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৪টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ থেকে শ্রমিকদের নিম্নতম মোট মজুরি ১৬ হাজার টাকা ঘোষণা, শ্রম আইন ও বিধিমালার শ্রমিক স্বার্থবিরোধী ধারা সংশোধন এবং ইপিজেড-এসইজেডসহ সর্বত্র অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের দাবি জানানো হয়। পরে একটি মিছিল পল্টন এলাকার রাজপথ প্রদক্ষিণ করে। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন ঢাকা মহানগর শাখার সংগঠক ফখ্রুদ্দিন কবির আতিক, আফসানা বেগম লুনা, রাজু আহমেদ, রাজীব চক্রবর্তী প্রমুখ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, "সরকার দাবি করছে- দেশের উন্নয়ন হচ্ছে, অচিরেই 'মধ্যম আয়ের দেশ' হতে যাচ্ছে, তাহলে শ্রমিকের অবস্থার উন্নতি হবে না কেন? সরকারি কর্মচারী-মন্ত্রী-এমপি-প্রধানমন্ত্রী-সেনাবাহিনী-পুলিশ সবার বেতন বাড়লে, শ্রমিকদের মজুরি কেন বাড়বে না? শ্রমিকরাও তো একই বাজার থেকে কেনা-কাটা করে। দেশে জাতীয় আয় বাড়ার পেছনে শ্রমজীবী মানুষের অবদানই তো সবচেয়ে বেশি। অর্থনীতির উন্নইতর জন্য শ্রমিকদের মানবেতর জীবনে ফেলে রাখা হবে তা মেনে নেয়া যায় না। তাই আজ দাবি উঠেছে, শ্রমিকদের মানুষের মত বাঁচার উপযোগি জাতীয় ন্যূনতম মজুরি সরকারি ভাবে নির্ধারণ ও ঘোষণা করতে হবে। শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন ন্যূনতম মজুরি ১৬ হাজার টাকার দাবি জানিয়েছে। কারণ, সরকারি কর্মচারীদের জন্য যে নতুন পে-স্কেল ঘোষণা করা হয়েছে তাতে সর্বনিম্ন মোট বেতন দাঁড়াবে প্রায় সাড়ে ১৭ হাজার টাকা [বেসিক ৮,২৫০ টাকা +৬৫% বাড়িভাড়া ৫,৩৬২ টাকা, চিকিৎসা ভাতা ১,৫০০+ যাতায়াত ৩০০ টাকা+ দুই সন্তানের জন্য শিক্ষা ভাতা ১,৫০০টাকা + টিফিন ভাতা ৩০০ + ধোলাই ভাতা ১৫০]। এছাড়া, বিশ্বব্যাংকের মাপকাঠিতে দারিদ্রসীমার উপরে উঠতে মাথাপিছু দৈনিক অন্ততঃ ২ ডলার আয় দরকার। অর্থাৎ ৪ সদস্যের একটি পরিবারে মাসে অন্ততঃ ১৯,২০০ টাকা আয় থাকলে তাকে দারিদ্র্যসীমার ওপরে বলা যায়। এসব কিছু বিবেচনায় আমরা সর্বনিম্ন মোট মজুরি ১৬ হাজার টাকার দাবি তুলেছি।"

বক্তারা আরো বলেন, "শ্রম বিধিমালা ২০১৫-এ শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারে বাধা রয়ে গেছে। কারখানার মোট শ্রমিকের ৩০শতাংশ সদস্য নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন এবং ট্রেড ইউনিয়নের অনুপস্থিতিতে ক্ষমতাহীন মালিক-শ্রমিক সহযোগিতা কমিটি, স্থায়ী শ্রমিক ছাড়া কারও ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য হতে না পারার বিধান রেখে ইউনিয়ন গঠন কঠিন করে রাখা হয়েছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী ৮২টি শর্ত পূরণ করে ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন করতে হবে শ্রমিকদের। দাবি-দাওয়া আদায়ে শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকারকে মালিক ও সরকারি হস্তক্ষেপের সুযোগ রেখে কার্যত অসম্ভব করে তোলা হয়েছে। 'অসদাচারণে'র জন্য বরখাস্ত হলে শ্রমিক কোন ক্ষতিপূরণ পাবে না। দেশের অর্ধ-কোটি এ্যাপারলেস ও লেদার শ্রমিক ৫ শতাংশ লাভ থেকে বঞ্চিত হবে। সুপারভাইজরদের হাতে শ্রমিকদের কর্মচ্যুত করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। মালিক পক্ষ ঠিকাদারদের মাধ্যমে স্থায়ী ভাবে কর্মী নিয়োগের বিধান রাখা হয়েছে। ফলে, এই শ্রম বিধিমালা শ্রমিক স্বার্থের পরিপন্থী ও অগণতান্ত্রিক।"নেতৃবৃন্দ মনুষ্যোচিত মজুরি ১৬ হাজার টাকা, গণতান্ত্রিক শ্রম আইন-বিধিমালা, অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, নিরাপদ স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ ও সরকারি দায়িত্বে রেশন-বাসস্থান চিকিৎসা-পেনশনসহ সামাজিক নিরাপত্তার দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলতে শ্রমিকদের প্রতি আহ্বান জানান।

ফেনী : মালিকানা নির্বিশেষে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী ১৬ হাজার টাকা ঘোষণা কর - এ দাবিতে বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন ফেনী শহর শাখার উদ্যোগে ট্রাংক রোডে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের শহর শাখার সংগঠক ঝুলন রয়ের পরিচালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ (মার্কসবাদী) ফেনী জেলা শাখার সমন্বয়ক কমরেড জসীম উদ্দিন।

সুন্দরবন অভিমুখে জনযাত্রা

(৮ম পৃষ্ঠার পর) গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি, জাতীয় গণফ্রন্ট, গণতান্ত্রিক গণমঞ্চ, সমাজতান্ত্রিক মজদুর পার্টি, বাসদ (মাহবুব), গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য ফোরাম, শ্রমজীবী সংঘ। এছাড়া বিভিন্ন ছাত্র গণ সংগঠন যেমন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন, বাংলাদেশ ছাত্র মৈত্রী, বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রী সহ অনেকে এই সমাবেশে অংশ নেয়। এছাড়া জনযাত্রায় অংশ নিয়েছে বিবর্তন গানের দল, সমগীত সাংস্কৃতিক প্রাঙ্গন, সাংস্কৃতিক ইউনিয়ন, উদীচি, চারণ, শিশু সংগঠন খেলাঘর, পরিবেশ সংগঠন প্রতিবেশ আন্দোলন ইত্যাদি। জনযাত্রার প্রতি সংহতি জানিয়ে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক আহমেদ কামাল, ডা. আবু সাঈদ, জ্বালানী বিশেষজ্ঞ বিডি রহমতুল্লাহ, অধ্যাপক তানজিম উদ্দীন খান, ব্যারিষ্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া, গবেষক মাহা মির্জা।

জনযাত্রা এরপর সাভার, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, যশোর, মাগুড়া, ঝিনাইদহ, ফুলতলা, দৌলতপুর, হয়ে জনযাত্রা খুলনা পৌঁছে। এরপর জনযাত্রা বাগেরহাটের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। মিছিল করে বাগেরহাট শহর প্রদক্ষিণ শেষে রণজিৎ চ্যাটার্জির সভাপতিত্বে এবং ফররুখ হাসান জুয়েলের পরিচালনায় এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কাটাখালিতে পৌছে সুন্দরবন জনযাত্রার সমাপনী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। খুলনা থেকে বাগেরহাট হয়ে কাটাখালী যাত্রা পথের বিভিন্ন স্থানে বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষ জনযাত্রায় এসে সংহতি জানান এবং সুন্দরবন রক্ষা আন্দোলনে তাদের সমর্থন ব্যক্ত করেন। জনযাত্রায় দেশের চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বরিশাল, বরগুনা, পিরোজপুর, বগুড়া, জয়পুরহাট দিনাজপুর, পাবনা সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ এসে যোগদান করেন।

সুন্দরবন জনযাত্রার সমাপনী সমাবেশে 'সুন্দরবন ঘোষণা-২০১৬' পাঠ করে জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ। ঘোষণায় তিনি বলেন, "সুন্দরবন শুধু কিছু গাছ আর কিছু পশু-পাখি নয়। সুন্দরবন অসংখ্য প্রাণের সমষ্টি এক মহাপ্রাণ, অসাধারণ জীববৈচিত্রের আধার হিসেবে অতুলনীয় ইকোসিস্টেম ও প্রাকৃতিক রক্ষাবর্ম, বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃত। এই সুন্দরবন শুধু লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন জীবিকার সংস্থান করেনা, সিডর-আইলার মতো প্রতিটি প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রায় চারকোটি মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষা করে। দেশের সীমানায় এবং সীমানার বাইরে বিস্তীর্ণ উপকূলীয় অঞ্চল কার্যত সুন্দরবনের অস্তিত্বের সাথে সম্পর্কিত।" ঘোষণায় আরো বলা হয়, "মুনাফালোভী আগ্রাসনে এখন প্রতিদিনই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সুন্দরবন। শীপইয়ার্ড, সাইলো, সিমেন্টকারখানা সহ নানা বাণিজ্যিক ও দখলদারী অপতৎপরতা বাড়ছে। দেশ বিশেষত উপকূলীয় অঞ্চল যখন জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকির মুখে তখন রামপাল, মাতারবাড়ী, পটুয়াখালীসহ উপকূলীয় অঞ্চল জুড়ে নেয়া বিভিন্ন অবিবেচক প্রকল্প এই ঝুঁকি আরও বাড়াচ্ছে। রূপপুরেও ভয়াবহ ঝুঁকি নিয়ে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র করা হচ্ছে। আমরা দৃঢ়কণ্ঠে বলতে চাই, রামপাল, রূপপুর ও মহেশখালী প্রকল্প নয়, জাতীয় কমিটির ৭ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নেই দেশের বিদ্যুৎ সংকটের টেকসই সমাধান আছে।"

সুন্দবন জনযাত্রার সমাপনী সমাবেশ থেকে আগামী ১৫ই মে'র মধ্যে রামপাল-ওরিয়ন সহ সুন্দরবন বিধ্বংসী প্রকল্প বাতিল করার দাবী জানানো হয়। ঘোষণায় সরকারের প্রতি প্রয়োজনে এই সময়ের মধ্যে প্রকাশ্য আলোচনা বা বিতর্কে আসার জন্য আহবান জানানো হয়। ঘোষণায় বলা হয়, সরকার যদি এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের জন্য মহাবিপর্যয়ের প্রকল্প বাতিল করতে ব্যর্থ হয় তাহলে দেশের সকল পর্যায়ের মানুষকে সাথে নিয়ে ঢাকামুখি লংমার্চ, অবস্থান কর্মসূচী, ঘেরাও, হরতাল, অবরোধসহ আন্দোলনের বৃহত্তর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

চট্টগ্রামে যুব বিদ্রোহ দিবস স্মরণে পুষ্পমাল্য অর্পণ

গত ১৮ এপ্রিল'১৬ যুব বিদ্রোহ দিবসে বাসদ (মার্কসবাদী) চট্টগ্রাম জেলা শাখার উদ্যোগে মাষ্টার দা সূর্য সেনের আবক্ষ মূর্তিতে পূষ্পমাল্য অর্পণ করছেন বাসদ (মার্কসবাদী'র জেলা শাখার সদস্য সচিব অপুদাশ গুপ্তসহ জেলা নেতৃবৃন্দ।

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সহিংসতা

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর) পুঁজিবাদ সংহত করছে। উপর থেকে নীচ পর্যন্ত একচেটিয়া পুঁজির লুণ্ঠন প্রক্রিয়া একচ্ছত্র করার লক্ষ্যে প্রশাসনিকভাবে দলীয়করণ করার পরিকল্পনার অংশ হিসাবে সরকার বর্তমান ইউপি নির্বাচনকে দেখছে। সেক্ষেত্রে বিরোধী দল তো দূরের কথা এমনকি নিজদলের দলীয় প্রতীক বিহীন অথবা জোটের অপরাপর শরিক দলসমূহকেও নির্বাচনে অংশ নিতে দিচ্ছে না। মূল্যবোধ সম্পন্ন জনদরদি মানুষ যারা স্ব স্ব এলাকায় জনগণের জন্য কিছু কল্যাণমূলক কাজে অংশ নিতেন তাঁদের নির্বাচন প্রক্রিয়া থেকে দূরে সরাতে সরাতে বর্তমান নির্বাচনে প্রায় নিঃশেষিত করে দিচ্ছে। সরকারে সাফল্যের সবচেয়ে বড় দিক হিসাবে চিহ্নিত হয় কতগুলো পরিসংখ্যানমাত্র। এর বড় সূচক বার্ষিক প্রবৃদ্ধি, মাথাপিছু গড় আয় ইত্যাদি যার সাথে কোন সম্পর্ক নেই উত্তরবঙ্গের আলুচাষি অথবা প্রান্তিক চাষিদের। যার সাথে সম্পর্ক নেই এদেশের ছাত্র, শ্রমিক, মজুরের যারা চাকরীর সন্ধানে, কাজের সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায়। কিছু শহুরে মধ্যবিত্ত যাদের সংখ্যা হয়তো একটু বেড়েছে কিন্তু জনসংখ্যাও তো আর আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। ফলে পুঁজির পুঞ্জীভবনের মধ্য দিয়ে সম্পদহারা মানুষের সংখ্যা বাড়বেই। এ দৈন্যতার মাঝেও যে তাঁর নাগরিক অধিকার, ভোটাধিকারটুকু ডাকাতি হয়ে যাচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে বর্তমান নির্বাচনী ব্যবস্থার অসারতা দিনে দিনে প্রকট হয়ে উঠছে। প্রয়োজন হয়ে পড়েছে এই পঁচাগলা ব্যবস্থা থেকে মুক্ত করে সমাজকে সম্মুখবর্তী করা। ভোটধিকারসহ সকল গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরে পাবার সংগ্রামে দৃঢ় সংকল্প হওয়া।

রংপুর বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয় ঘেরাও
তিস্তা সেচ প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দাবি

তিস্তা সেচ প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে বাসদ (মার্কসবাদী) উত্তরাঞ্চলীয় জেলা শাখাসমূহের উদ্যোগে ৭ এপ্রিল রংপুর বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয় ঘেরাও করা হয়। এর পূর্বে একটি বিক্ষোভ মিছিল নগরীর প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। ঘেরাও কর্মসূচীতে সভাপতিত্ব করেন গাইবান্ধা জেলা আহবায়ক আহসানুল হাবীব সাঈদ। বক্তব্য রাখেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, জয়পুরহাট জেলা সমন্বয়ক ওবায়দুলাহ মুসা, সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুর আলম, রংপুর জেলা সমন্বয়ক আনোয়ার হোসেন বাবলু, পলাশ কান্তি নাগ।

বক্তারা বলেন, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর পরেই তিস্তা বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত চতুর্থ বৃহত্তম আর্ন্তজাতিক নদী। এই তিস্তা নদীর সাথে উত্তরাঞ্চলের কৃষি, মৎস্য, নৌ চলাচল ও পরিবেশ ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। এক কথায় তিস্তা এ অঞ্চলের মানুষের প্রাণ। কিন্তু সেই তিস্তা আজ মরণদশা। ভারতের জলপাইগুড়িতে তিস্তা নদীর উপর গজলডোবা ব্যারেজের সকল গেইট বন্ধ করে একতরফা পানি প্রত্যাহার করায় উত্তরাঞ্চলের কৃষিখাতে চরম দুর্যোগ নেমে এসেছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের হিসাব মতে ১৯৯৩ সালে তিস্তা সেচ প্রকল্প ৭,৫০,০০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে চালু হয়েছিল। আর সেই তিস্তা সেচ প্রকল্প এবার ১০ হাজার হেক্টর জমিতে পানি সরবরাহের সিদ্ধান্ত নিলেও বাস্তবে কৃষকেরা সেচ সুবিধা পাচ্ছে না বললেই চলে। এই

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে বাসদ (মার্কসবাদী) - রংপুর বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয় ঘেরাও করে

প্রকল্পের আওতায় সেচ দিতে বিঘা প্রতি ১৫০-২০০ টাকা লাগতো। সেখানে তিস্তার পানি না পেয়ে কৃষককে ফসল রক্ষার তাগিদে স্যালো মেশিনের সাহায্যে সেচ দিতে গিয়ে প্রায় ২৫০০-২৭০০ টাকা ব্যয় করতে হচ্ছে। কর্মহীন হয়ে পড়ছে শত শত মৎস্যজীবী ও মাঝিরা। অনেকেই জীবন-জীবিকার তাগিদে পেশা পরিবর্তনে বাধ্য হচ্ছে। শাসকগোষ্ঠীর নতজানু ভূমিকার কারণে তিস্তার পানি বন্টনে ভারতের সাথে সমস্যার দীর্ঘদিনেও কোনো সমাধান হয়নি। ১৯৮৩ সালের জুলাই মাসে ভারত-বাংলাদেশ মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তিস্তার পানির ৩৯ শতাংশ বাংলাদেশ, ৩৬ শতাংশ ভারত, বাকী ২৫ শতাংশ নদীর নব্যতা রক্ষার জন্য সংরক্ষিত থাকার কথা থাকলেও ভারতের কারণে তা বাস্ত বায়িত হয়নি। অথচ ভারতের স্বার্থে সুন্দরবন ধ্বংস করে রামপালে বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ট্রানজিটের নামে করিডোর, সমুদ্রের গ্যাসবক ইজারা চুক্তি করতে মহাজোট সরকার দ্বিধা করেনি। এই পরিস্থিতে তিস্তাসহ অভিন্ন ৫৪টি নদী বাঁচাতে তথা কৃষক-ক্ষেতমজুর ও কৃষি রক্ষা করতে গণআন্দোলন ছাড়া আর কোন পথ নেই।

গ্যাস ও বিদ্যুতের অযৌক্তিক মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাবনা রুখে দাঁড়ান
কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল(মার্কসবাদী) সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী আজ এক বিবৃতিতে গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম আবারো বাড়ানোর সরকারী পরিকল্পনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং এই অযৌক্তিক মূল্যবৃদ্ধি প্রতিহত করতে ঐক্যবদ্ধ ও জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলতে সকল বাম-প্রগতিশীল শক্তিসহ সচেতন জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, বর্তমানে জ্বালানি তেলের দাম কমে যাওয়ায় বিদ্যুতের উৎপাদন খরচ অনেক কমেছে। অথচ বিদ্যুতের দাম যেখানে কমানোর কথা, তা না করে গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর প্রস্তাবনা এসেছে। যা সাধারণ মানুষের ভোগান্তি আরও বাড়াবে। বাড়বে বাড়ীভাড়া, পরিবহন ভাড়া ও কৃষি উৎপাদন ব্যয়। বাড়বে জীবন-যাত্রার ব্যয়। বিইআরসি'তে পেট্রোবাংলা গ্যাসের দাম বাড়ানোর যে প্রস্তাবনা পাঠিয়েছে তাতে গ্যাসের বিল হবে সিঙ্গল বার্নারে ১১০০ টাকা ও ডাবল বার্নারে ১২০০ টাকা, যা বর্তমানে যথাক্রমে ৬০০ টাকা ও ৬৫০ টাকা। সিএনজি গ্যাসের দাম বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে ৮৩ শতাংশ। এতে সিএনজি চালিত সকল পরিবহনের ভাড়া অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাবে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহৃত গ্যাসের মূল্য ৬৩ শতাংশ বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। গ্যাস আমাদের নিজস্ব সম্পদ ও লাভজনক খাত, এর দাম দফায় দফায় বাড়ানোর কোন যুক্তি নেই। অথচ, বর্তমান সরকারের সাড়ে ছয় বছরের শাসনামলে বিদ্যুতের মূল্য বাড়ানো হয়েছে ৮ বার এবং গ্যাসের মূল্য বাড়ানো হয়েছে ৩ বার। কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী বলেন, গ্যাস ও বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির এই গণবিরোধী পরিকল্পনা আরো একবার এ কথা স্পষ্ট করলো যে, জনগণের প্রতি মহাজোট সরকারের কোন দায়বদ্ধতা নেই। জনমতের কোন তোয়াক্কা তারা করে না। জনগণের সংগঠিত প্রতিরোধই কেবল স্বেচ্ছাচারী সরকারের অপতৎপরতাকে প্রতিহত করতে পারে।

রামপাল ও ওরিয়ন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাতিলের দাবিতে
সুন্দরবন অভিমুখে জনযাত্রা

সুন্দরবন রক্ষায় রামপাল ও ওরিয়ন বিদ্যুৎ প্রকল্প বাতিল এবং জাতীয় কমিটি ঘোষিত সাত দফা বাস্তবায়নের দাবিতে ঢাকা থেকে সুন্দরবন অভিমুখী জনযাত্রা ১০ মার্চ বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ থেকে যাত্রা শুরু করে। যাত্রা শুরুর আগে সকাল ১০টায় শিল্পী কফিল আহমেদ ও গানের দল মাভৈঃ সুন্দরবন নিয়ে প্রতিবাদী গান পরিবেশন করে। জনযাত্রার উদ্বোধন ঘোষণা করেন জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক প্রকৌশলী শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ।

উদ্বোধনী সমাবেশে জনযাত্রার উদ্দেশ্য ও প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করে জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বলেন, "সরকার জেনেশুনে সুন্দরবনধ্বংসী রামপাল ও ওরিয়ন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মাধ্যমে জনগণের মুখে বিষ ঢেলে দিচ্ছে। সুন্দরবন বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন হিসেবে পরিবেশ শোধনের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা। ১০ লাখ মানুষের

জীবন জীবিকা এবং উপকূলীয় অঞ্চলের ৪ কোটি মানুষকে রক্ষার প্রাকৃতিক আশ্রয়। সুন্দরবন রক্ষা তাই বাংলাদেশের মানুষের বাঁচা মরার লড়াই। সরকার বাংলাদেশ ও ভারতের মুনাফাখোরদের কাছে হাত পা বন্ধক দিয়েছে বলেই দেশ ও জনগণের জন্য এরকম সর্বনাশা প্রকল্প নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। বাংলাদেশকে অরক্ষিত করার এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্য ও জাগরণ সৃষ্টির জন্য এই জনযাত্রা।"

জনযাত্রায় অংশ নেয়া রাজনৈতিক সংগঠন গুলোর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল(মার্কসবাদী), বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ), গণসংহতি আন্দোলন, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগ (ইউসিবিএল), *(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

তনু হত্যার বিচারের দাবিতে সারাদেশে ছাত্র ধর্মঘট পালিত

কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় তনু ধর্ষণ-হত্যার প্রতিবাদে গত ৩ এপ্রিল সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। 'সাধারণ শিক্ষার্থীবৃন্দ' ব্যানারে প্রগতিশীল ছাত্র জোট ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ছাত্র ঐক্যের সমর্থনে এ ধর্মঘট ডাকা হয়। ছাত্র ধর্মঘটে শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ছিল। সারাদেশের সাধারণ মানুষ ও বিশেষত ছাত্র সমাজের মধ্যে বিচারের দাবি প্রবল হলেও সরকারের তরফ থেকে এ ঘটনার বিচারের আন্তরিকতা প্রশ্নবিদ্ধ। বরং সরকার তদন্তের নামে কালক্ষেপণ করে মানুষের ক্ষোভকে প্রশমিত করতেই তৎপর। তাই দোষীদের অবিলম্বে চিহ্নিত ও গ্রেফতারের দাবিতে ছাত্র জোট ও ছাত্র ঐক্য গত ৭ এপ্রিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘেরাও করে। শান্তিপূর্ণ এ কর্মসূচিতেও পুলিশ বাধা প্রদান করে। পরে এক সমাবেশ থেকে আগামী ২৫ এপ্রিল সারাদেশে আধাবেলা হরতাল ঘোষণা করা হয়।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, সারাদেশ আজ ধর্ষক-খুনীদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে। ঘরের মধ্যে, রাস্তায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, চলন্ত বাসে সবত্র ধর্ষণসহ নানা নিপীড়নের শিকার হচ্ছে নারী। আর তনুর লাশ পাওয়া গেছে সুরক্ষিত ক্যান্টনমেন্ট এলাকার মধ্যে। ফলে দেশের কোথাও আজ মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা নেই। এই নিরাপত্তাহীনতার দায় সরকারকে নিতে হবে। এদেশে সরকারী সমর্থংন, দলীয় মদদ কিংবা প্রভাবশালীদের ছত্রছায়ায় থাকলে খুন করেও পার পেয়ে যাওয়ার সুযোগ অপরাধীদের বেপরোয়া করে তুলেছে। রাষ্ট্রীয় বাহিনী যেখানে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড চালায় ও সরকারের মন্ত্রীরা তাকে সমর্থন করেন, সেখানে আইনের শাসন ভেঙ্গে পড়া স্বাভাবিক। বক্তারা আরো বলেন - তনু হত্যা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। নারী নির্যাতন ব্যাপকতা পাওয়ার পেছনে সরকারি প্রশ্রয় ও *(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

পিইসি-জেএসসি পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে অভিভাবক ও স্কুল শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

আজ ১০ মার্চ বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টায় বেইলি রোডে ভিকারুন নিসা নূন স্কুলের সামনে ২০১৬ সালের মধ্যে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা (পিইসি) ও সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি বাতিলের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে ভিকারুন নিসা নূন স্কুলের অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। বক্তব্য রাখেন অভিভাবক দিলারা আফরোজ, স্বপন আহমেদ, মলয় সরকার, মনি হাসান প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, 'গত ২০০৯ সাল থেকে বর্তমান সরকার প্রাথমিক সমাপনী শিক্ষা (পিইসি) চালু করেছে। এই পরীক্ষা চালু করে শিক্ষার মান উন্নয়ন করা কিংবা শিক্ষার্থীদের পড়াশুনার ব্যাপারে আগ্রহী করে গড়ে তোলা- কোনো উদ্দেশ্যই সরকার বাস্তবায়ন করতে পারেনি। আসলে সরকার চমক লাগিয়ে লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থীকে পাশ করিয়ে তার বাহবা নিতেই সরকার এ উদ্যোগ নিয়েছিলো। আর উদ্দেশ্য ছিল, শিক্ষাব্যবস্থার প্রাথমিক স্তর থেকেই ব্যাপক শিক্ষাব্যবসার পথ রচনা করা। পিইসি চালু হবার পর শিশুদের খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় সময় পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে শারীরিক-মানসিক বিকাশ হচ্ছে না। মরে যাচ্ছে কোমল মন-অনুভূতি। শিশুদের আনন্দময় শৈশবও হারিয়ে যাচ্ছে।'

অভিভাবক-শিক্ষার্থীরা ২০১৬ সালের মধ্যে শৈশব ধ্বংসকারী পিইসি-জেএসসি পরীক্ষা বাতিলে জোর দাবি জানান।

সম্পাদক : শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) কর্তৃক ২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা- ১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : ৯৫৭৬৩৭৩। ওয়েবসাইট : www.sammobad.org। ই-মেইল : mail@spbm.org